কোজাগর

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রমা প্রকাশনী
৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা - ১৭
৫৭/২ই কলেজ স্ট্রিট। কলকাতা - ৭৩

KOJAGAR

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ ঃ রথযাত্রা। জুলাই ১৯৯৪

কপিরাইট ঃ লেখক

প্রকাশক

সুজিৎ ঘোষ । প্রমা প্রকাশনী

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা - ৭০০০১৭

মুদ্রক

সত্যনারায়ণ প্রেস

১ রমাপ্রসাদ রায় লেন। কলকাতা - ৭০০০০৬

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

রেবা

শূন্যপুরাণ

কোজাগর

কোজাগর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। উনিশ চুরানব্বই-এর জুলাইয়ে প্রথম প্রকাশ। প্রকাশক ঃ প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা। শূন্যপুরাণ, বিকেলের কবিতা ও তামস কবিতা—এই তিনটি পর্যায়ে উনআশিটি কবিতা আছে।

☐ একবার নাম ধ'রে ডেকেছিলে ঃ আজও তা বাতাসে
ফুলের গন্ধের মতো ভেসে আসে গায়ে দেয় কাঁটা।
একবার কী খেয়ালে এসেছিলে ঃ আজও এই মাটি
ফোটায় রোমাঞ্চ তার ডালে ডালে; আমাকে শেখায়
দেখ প্রেম কাকে বলে দেখ কাকে বলে ভালবাসা!

কবিতায় প্রকাশিত অনুভূতি নিরালম্ব নয়, বিষয়নির্ভর। কোজাগর-এ পরিণত আঙ্গিকে প্রেম, প্রকৃতি, মৃত্যু, সামাজিক অনুভাষ প্রভৃতি প্রকাশিত। সব ছাপিয়ে ঈশ্বর। অন্তর্বর্তী প্রতিটি শব্দ গন্ধ স্পর্শ ষষ্ঠ চেতনায় সমাকীর্ণ। বুদ্ধি বিদ্যা অহঙ্কার মুক্ত এক নির্বাসনা লোকে গঠিত কাব্যপ্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আত্মনিবেদনের নিরন্তরতা, আবহমানতা প্রচ্ছন্ন প্রবাহিত। সম্পূর্ণ নিজস্ব সংস্কারবোধে প্রত্যয়পুষ্ট কবিতাগুলি শারীরিক ভাষ্যতেও অতীন্দ্রিয় স্পর্শ লাভ করেছে।

☐ ক্ষতিপূরণের অনেক অনেক বেশি
দু'হাতে ওষ্ঠে বক্ষে জানুতে শুষে
নিষ্ক্রিয় নীল পুরুষ, প্রকৃতিবেশী
ভূভুর্বস্থ : পান করে চুষে চুষে

☐ আমার বন্ধু তোমাকে নিয়েছে যত
তুমি তারও বেশি তাকে নিয়ে গেছ দূরে
আমি আগুনের অবয়বে সংহত
দেবতারা সেই দৃশ্য দেখেছে ঘুরে

মন্ত্রনির্ভর কবিতাগুলি মৃত্তিকালগ্ন। রুক্ষ কাঁটাজামির ধূ ধূ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। গল্পের শহর, পথের শহর, কবিতার শহর কলকাতা আর পাইপগানের মতো গলি, বিপজ্জনক মুখ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঈর্ষা, ক্ষয় আর ক্ষতি থেকে ছোলাডাঙা, নতুনচটি, নাম আঁচুড়ি, ঝাঁটিপাহাড়ী—কতো গ্রাম! গন্ধেশ্বরী, কাঁসাই—কতো নদী; কতো পাখি, আকাশ, বাঁশবন, আলপথ, ধানক্ষেত, উদ্দীপক নিয়ন্ত্রক হয়ে এসেছে। অননুশীলিত চিত্রগুলি প্রতীকি। কাম এবং প্রেম মিথুনবদ্ধ। ছায়াসহচর অনুভবগুলি আযৌন মৃত্যুচেতনায় অতীন্দ্রিয়তায় সংস্থাপিত হয়েছে। সব ব্যবধান বিরহের ওপর সেতু বাঁধা হয়।

☐ ওই ভিড়ে টাল সামলাতে সামলাতে
তোমার কাছে গিয়ে পড়ি
তুমি আমাকে কাঁসাইয়ের কিনারে নিয়ে গিয়ে বাঁচাও
আমরা গল্প করি হাসি
আমাদের কথোপকথন
টেপ ক'রে নেয় হু হু বাতাস

প্রেম

একবার নাম ধরে ডেকেছিলে ঃ আজও তা বাতাসে
ফুলের গন্ধের মতো ভেসে আসে গায়ে দেয় কাঁটা।
একবার কী খেয়ালে এসেছিলে ঃ আজও এই মাটি
ফোটায় রোমাঞ্চ তার ডালে ডালে; আমাকে শেখায়
দেখ প্রেম কাকে বলে দেখ কাকে বলে ভালবাসা!

বিরহ

বুক থেকে খুঁটে খায় যে পাখিটি অহরহ তাকে
মমতায় খেতে দিই স্মৃতিশস্য নির্জনতা দিই।
ওকি সুখ দেয় তবে। কষ্টের ভিতরে চোরা সুখ!
ওকি খুঁটে খায় তবে অরুণোদয়ের অন্ধকার!

একবার

বহু কষ্টার্জিত এই ভালবাসা তোমাকে দিলাম।
জানো তো, সিংহের দুধ সইতে পারে না
মাটির কলস?
তোমার অঞ্জলি থেকে ঝ'রে পড়লে
ধুলো ও বালির
এ পৃথিবী কেঁপে উঠবে একবার মাত্র একবার।

তোমার জন্যে

যে তোমাকে দেখেনি আমি তার জন্য ব'সে থাকব
যে তোমাকে দেখেনি আমি তার জন্য জেগে থাকব
লুকিয়ে রাখব আমার ব্যর্থতা
ঢেকে রাখব আমার আঘাত
অভিরুচিহীন নিষ্ঠুর তরঙ্গমালা
তোমার ভালবাসা

যে তোমাকে ভালবাসেনি আমি তাকে দেব আমার আনন্দ
যে তোমাকে ভালবাসেনি আমি তাকে দেব আমার আনন্দ

আমার অতি অল্প আনন্দ
যৎসামান্য বিশ্বাস
কণামাত্র নির্ভরতা
আমার একান্ত সম্বল
ব্যর্থতার মূল্যে কেনা একবিন্দু পূর্ণতা।

যে তোমাকে জানল না আমি তার জন্যে
তোমার মায়াবী নীলে আচ্ছন্ন করে রাখব
নিরঞ্জন আকাশ।

চিরদিন

এখনো পাতা ঝরে, আকাশ ছেয়ে যায়
এখনো মেঘে মেঘে, তাতল সৈকতে
এখনো জুলে দিন কোন এক জীবনের
রক্তে ভেজা সেই সুদূর কুয়াশায়
কেন যে দেখা হল কেন যে দাঁড়ালাম।

স্মৃতিতে শুধু বিষ সোনার মৌমাছি
স্মৃতিতে শুধু জল ভাসায় চরাচর
স্মৃতিতে কোনোদিন একটি গল্পের
গলে না রেখাগুলি কখনও শেষ নেই।

আমি কি ভুলে যাব, রাতের নদীজল?
আমি কি ভুলে যাব, ঝড়ের পাখি?
আমি কি ভুলে যেতে এখনো বারোমাস
জাগর দীপ জেলে পাঁজরতলে, তার
শুনেছি মৌহারী শুনেছি বাঁশী?

অস্পৃশ্য

ওদের চোখে জুলুক আমার রূপোলি এই চিতা
গঙ্গাতীরের চণ্ডালে কি ধর্ম বোঝে, ছাই
উড়ুক সারা দুপুর ভরুক ওদের গা হাত মাথা
গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমোয়, আমি যাই
তোমার কাছে তোমার খুবই স্পর্শাতীত কাছে।

য উ বিদ্যায়াং রতাঃ

আমি আরো গাঢ় অন্ধকারের পথে
যেতে যেতে ফেলে এসেছি শস্য নারী
হাঁটুতে চিবুক বলিরেখা নীল ক্ষতে
পিতৃযানের আলোগুলি সারি সারি

আমি ভালোবেসে গভীর অন্ধকারে
ভূর্ভুবস্বঃ করেছি উচ্চারণ
তন্বী শ্যামা ও শিখরী দশনা দ্বারে
বাতায়নে নিকষিত হেম যৌবন
ভুলেছি শয্যা দেহ তার যথাযথ
অন্ধকাতর প্ররোচনা অনুনয়
মুছেছি আগুনে ও রক্তক্ষত ব্রত
ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুময়

আমি গাঢ়তর আঁধার নিয়েছি বেছে
আমি আঁধারের আনন্দে বাস করি
আঁধার গঙ্গা-যমুনা এ পথে গেছে
সেই বিশ্বাসপ্রবণতা নিয়ে মরি

আমি বিদ্যার মায়াবী ধীশক্তির
আনন্দে দেখি পরিভুঃ অব্যাহত
আরো গাঢ়তর বেদনায় সৃষ্টির
কবিকে আমার কবিকে আমারই মতো

বৃষ্টি

মাঝে মাঝে মনে পড়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে আর
ভুলের শিকড়গুচ্ছ নিভৃতে সে রস শুষে নামে
নীচে নীল অন্ধকারে ক্রমাগত নূপুরের মতো
মাঝে মাঝে বেজে ওঠে মাঝে মাঝে শুধু দুটি চোখ।

সৈকত

ক্রমশ পিছিয়ে যায় প্রিয় পংক্তি পাবার সময়
পড়ে থাকে শাদা পাতা পড়ে থাকে খোলা নিব আলো

ধূ ধূ পথে যায় দিন যায় রাত পাতা ঝরে
ঝরে দুঃখ সুখ ব্যথা ভয় ভুল অভিমানে জীবনের দেনা

সব প্রতিশ্রুতিলগ্নে থাকে ব্যর্থ নক্ষত্রের রোষ
সমস্ত স্বপ্নের জলে কে যেন মিশিয়ে দেয় সংগোপনে বিষ

কতবার মৃত্যু আসে অপমৃত্যু আসে ফিরে ফিরে
জন্মের নূপুর হয়ে পায়ে পায়ে তাতল সৈকতে চিরকাল

প্রিয় পংক্তি বহুদূর মধ্যসমুদ্রের বক্ষে আবেগে অস্থির
পড়ে থাকে শাদা সিক্ত সজল সফেন দিনরাত্রির সৈকত

আঘাত

পাঁজর গুঁড়িয়ে তুমি চলে গিয়েছিলে বলে এই
অবুঝ অশ্রুর জলে ফুটেছে সোনার পদ্মখানি।
অকূল অসহ্য নীলে কিছু নেই অন্য কিছু নেই
একমাত্র তুমি ছাড়া, জেনেছে বুকের রাজধানী।

উন্মাদ উপুড়, পিঠে অপমান রক্ত করতালি
আমার পৃথিবী ভেঙে টুকরো করে দিয়েছ বলেই
এত শস্য এত বীজ শোণিতাক্ত এত ধুলো বালি
তোমার আঘাত এসে ফিরিয়ে দিয়েছে তোমাকেই।

মনে পড়ে, খুলে নিচ্ছ মেরুদণ্ড শিরা উপশিরা
আগ্নেয় নিশীথ নীল রক্তস্রোতে দূরে ভেসে যায়
সভয়ে তাকায় অত্রি অরুন্ধতি পুলস্ত্য অঙ্গিরা
কেউ তো জানে না কে সে দিব্য দেহে আমাকে ভাসায়

আর এক জন্মের জলে। এই জন্ম জাগর প্রদীপ
চেয়ে আছে উন্মুখর ব্যথিত অমৃতময় রাতে
সাজিয়ে পন্নগ চাঁপা অনাহত কেতকী ও নীপ
তুমি এসে তুলে নেবে আমাকে সপুষ্প দুটি হাতে।

তুমি ছাড়া

কাউকে কেউ পারে না দিতে কিছু
এমনকী কেউ আমাকে কক্ষনো
দুঃখ দিতেও পেরেছে হেন কথা
মনে পড়ে না, কেবল তুমি ছাড়া।

সমস্ত দিন পথে দু'হাত তুলে
হেঁটেছি ঝুঁকে নীরবে মাথা নিচু
সমস্ত রাত দু'হাতে নেড়ে কড়া
দেখিনি কেউ দরোজা খুলেছিল।

কেউ আমাকে আনন্দ এক তিলও
পারেনি দিতে বেদনা এক কণা
আঘাতে কেউ বাজাতে পারেনি তো
অপমানেও ভাঙতে তুমি ছাড়া

কাউকে কেউ পারে না দিতে কিছু।
সারাজীবন তাইতো মাথা নিচু
কেবলমাত্র তোমার কাছে, তুমি
কেবল তুমিই শেখাও ভালোবাসা
আমাকে ভেঙে টুকরো করে ছিঁড়ে।

এলেনা বলে

এলেনা বলে ঝরেছে পাতা উড়েছে এক ধুলো
বাগানে এত আগাছা ঘিরে ফেলেছে কাঁটালতা
জীর্ণ হয়ে গিয়েছে দিন ক্ষয়েছে রাতগুলো
গোধূলি ঢাকে স্মৃতিকে ছায় আনত নীরবতা।

এলেনা বলে এখনো হাড়ে পাঁজরে লেখা নাম
যমুনাতীরে এখনো প'ড়ে করোটি কঙ্কাল
সাধনাতীত সাধ্যাতীত তোমাকে জানলাম
যেভাবে জানে আকাশ তার মাটিকে চিরকাল।

এলেনা বলে অনপনেয় এ ব্যথা এতদিন
অবেলা হল একাকী বড়ো রাখিনি কিছু কাছে

মুঠোতে শুধু তোমারই দেওয়া মহদ্ভয় ঋণ
দু'চোখে শুধু যমুনা নীল সজল হয়ে আছে।

এলেনা বলে ঝরেছে সব ঝ'রেছে যথাযথ
শরীরে লতাগুল্ম উই হৃদয়ে তথাগত।

আকাশ

যারা এসেছিল সব চলে গেছে কবে।
তুমি আরো নীল নিচু হয়ে খুব কাছে
নেমেছ আকাশ! এবার সন্ধ্যা হবে।
উদাসীনা সেই পাখিটিও নেই গাছে।
তুমিও কি আর এ জীবনে হারাবে না?
আকাশ, আমার আকাশ, আমার, বলো,
ফুরোলো আমার সব ঋণ সব দেনা—
তুমি যাবে, তুমি? এই তো সন্ধ্যা হল!

শূন্যপুরাণ

যত কাছাকাছি যাই তত খুলে যায় ওই নীল
ঝাপসা হতে হতে ক্রমে মিলায় সুন্দর অবসান
আর রুদ্ধ বেদনার অন্ধকার ফেটে পড়ে মাটিতে ধুলোয়
ভাসে রক্তলিপ্ত সব আকাঙ্ক্ষার মজ্জা মেদ হাড়
আশৈশব আকুলতা বদ্ধমূল অন্ধ রিপুভয়
যত কাছাকাছি যাই তত দূরে সরে যায় ভ্রম
তত ঘুরে ঘুরে নাচ দেখায় মুখোশমালাগুলি
অভিমান টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে নির্লিপ্ত আত্মাকে।
পৃথিবীতে নেমে আসে সর্বগ্রাসী লেলিহান নীল।

কাছাকাছি কেউ নেই শুয়ে আছি ঘাসের ভিতর
মাথার ওপর নীল পায়ের পাতায় ওঠে কীট
নির্ভয়ে, কোথাও যায় শেয়াল জ্বালিয়ে তার চোখ
গ্রাম নেই কোনোখানে গ্রামের কিনারা নদী নেই
আলপথে সরু শাদা পথ-রেখা লুপ্ত মজা দীঘি

পুরোনো বন্ধুরা গেছে বহুদিন আসছে ব'লে ফিরে আসছি ব'লে
আমার আত্মার নীলে ডুবিয়ে দিয়েছে কেউ তাকে
যাকে 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' ব'লে লিখেছি অনেক
সযত্ন লালিত স্মৃতি পালকে ও ভস্মে প'ড়ে আছে
প'ড়ে আছে প্রসারিত ভাঙা হাত ক্ষয়া শাদা হাড়
শূন্যের নিষ্কম্প নীলে ভাসমান একা ... একা ... একা

পাগল

উঠেছে সেই ভীষণ রাতে সহস্রারে আগুন
গুঁড়িয়ে গেছে চক্রগুলি পুড়েছে সব নাড়ী
তখন থেকে পাগল গিলে খেয়েছে সব ফাগুন
জটিল পথে নেমেছে তার গুটিয়ে পাততাড়ি

রটায় সেই রাতের কথা পাগল পথে পথে
হাসিতে ফেটে পড়ে তোমার চেলা চামুণ্ডারা
প্রারব্ধের অন্ধকার বাঁচায় কোনোমতে
পাগলকে, যে ধর্মে ঝুঁকে কবেই যেত মারা।

তার কাছে

যত দূরে চলে আসি দেখি তত কাছে, তার কাছে।
বস্তুত বিরহ বলে কিছু নেই
স্বপ্ন ভেঙে গেলে
যেরকম সুখ দুঃখ
এ জীবন সে রকম
মাঝে মাঝে তাই এত নির্লিপ্ত নির্মম উদাসীন
বাগানে পাখিটি খুব অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে
রোদ্দুরটুকুও যেন কোনোক্রমে স'রে যায় এই মুখ থেকে
রুখু চুল এলোমেলো ক'রে দিতে এসে
থমকে যায় হাওয়া
আমার ডাকনাম ওঠে ডুবে যায় আকাশের নীলে
আমার পোশাকী নামও ভেসে যায় কাঁসাইয়ের জলে
আমার অধর্ম যায় ধর্ম যায়
জন্ম ও মৃত্যুও
যত দূরে চলে আসি দেখি তত কাছে, তার কাছে।

পাতালপুরাণ

কিছুই থাকে না, কাঁপে বৌদ্ধদর্শনের ক্লাস
সব শূন্য অনস্তিত্বময়
শুধু এক ঝলক হাওয়া মেঝেয় লুটোয়
শুধু আপেক্ষিক ব্যথা টেবিলের বিচূর্ণ রোদ্দুরে
জানালার নীচে
যেন ছোঁয়া যাবে
দুপুরবেলার শুশুনিয়া
নাকি বুকে, বুকের ভিতরে!
আতুর ছাত্রীর প্রশ্নে নেমে আসে ত্রাণ
স্মৃতি আর সংস্কার অন্ধকার আলয়বিজ্ঞান
দুপুরের বিভান্বিত পায়ে নামে সিঁড়ি—
কতদূর নেমে গেছে?
কতদূর?
পাতালপুরাণ।

জাল

আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে
উঠে আসে গ্রহণ বর্জন
পাশাপাশি প্রণাম ভর্ৎসনা
পলিবালি মাখা ভাঙা নাম
ধীরে ধীরে টেনে তোলে জাল
ঢেউগুলি এসে ভেঙে পড়ে
তোমার পায়ের তলে আজো।

সুন্দর

কতকাল নির্বাসিত সংসারের সোনার লঙ্কায়।
সুন্দরের দূত এসে চুপি চুপি শুধু বলে যায় ঃ
সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, এই দেখ তাঁর অভিজ্ঞান।
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের জলে আমার অবুঝ অভিমান
পাথরে লুটায় কাঁপে ভেঙে পড়ে কনক সৈকতে—
আর কত দেরি হবে, কত আর রক্তক্ষতব্রতে?

এই যে আমার চোখের আলোটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে
নিঃসঙ্গ প্রান্তরে ঘরে ফিরতে না পারা পরিত্যক্ত বালকের মতো
ব্যাকুল বেদনা ছড়িয়ে পড়ছে ঘাসে পাতায় পাখির ডানায়
এই যে আমার ব্যর্থতার অনবসান অন্ধকার নামছে ঢল বেয়ে
ঢেকে দিতে চাইছে আমার অপমান আমার উপেক্ষা আমার উপবাস
এই যে সারা দিন আমার গলায় আটকে রইল একটা কান্নার ঢেলা
জীর্ণ পাঁজর তলে ভয়ে ব্যাকুল হল পরিণামহীন এক হাহাকার

আমার ঘুমিয়ে থাকার কষ্ট আমার জেগে থাকার যন্ত্রণা আমার
নিঃশব্দ গম্ভীর অনির্বচনীয় আকাশের মৌন মৃত্তিকার কোলাহল
আমার জন্মের আমার মৃত্যুর আমার জন্মমৃত্যুর মাঝখানের তামাশা
আমার মূক ও বধির স্বপ্নের অধিকারহীন অনুপ্রবেশের জন্যে অভিশাপ
এই সমস্ত তোমার দক্ষিণমুখ তোমার দক্ষিণমুখের মাধুর্য, সখা,
আমি আমার অচরিতার্থ তামসরাত্রির স্ফুলিঙ্গে ভস্মে ভ'রে যেতে যেতে
তৃষিত করতলে প্রণাম করেছি গ্রহণ করেছি স্পর্শ করেছি কাতর হয়ে
উচ্চারণ করেছি ঃ মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং; বলেছি ঃ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং

আমার তো সব টুকরো হয়েই ছিল
না হয় আমায় আগেই দিলে ছুটি
তোমার ক্ষতি হবে না একতিলও!
আমার ত্রুটি। সবই আমার ত্রুটি।

সেই যে আমার ভালবাসা, তার
ভার কে নেবে? কী কাজ সে উল্লেখে
আমার থাকুক গভীর বেদনার
একলা এ পথ ধুলোয় বালি ঢেকে
প্রণাম করা কঠিন, তবু করো
উপচে পড়া ব্যথায় পদমূলে
পূর্ণ তাতে শিব ও শিবতর
যে যায় সে যাক শ্লোকোত্তরা ভুলে

তুমি কি চিনতে পারছ আমাকে? এই মুখ কোথাও কি দেখেছিলে কোনোদিন?
অনেক ক্ষয় অনেক ক্ষতি আঁচড়ে দিয়েছে ত্বক অনেক ধুলোবালি শ্যাওলা জমেছে

তোমার কি মনে পড়ছে? এইসব শব্দ শব্দের অতীত এই সব ভাষা
কি বুঝতে পারছ তুমি?
আমাদের ভালোবাসার সেই সব গৌরবময় দিন দিব্য দ্রবীভূত মহিমময় রাত্রি?
মনে পড়ে সেই অলৌকিক বিভ্রম? আমার দৃষ্টান্তহীন সেই অর্ঘ্য?
সেই অন্ধতা? অদাহ্য আমার আত্মার সেই দ্বিধাহীন সমর্পণ? তোমার মনে পড়ছে?
আমার হৃদয়ের গৈরিক কার্পাস উত্তাল হয়ে উড়িয়ে নিয়েছিল মৌন আকাশ
সাগর লহরীর মতো বিরামহীন অবৈধ মহাজিজ্ঞাসা আছড়ে পড়েছিল তটভূমিতে
ব্যাকুলতর আমার জন্ম মৃত্যুর ওষ্ঠ ছুঁয়ে হাহাকারের দিনগুলি রাতগুলি
গুঁড়ে গুঁড়ো করে গিয়েছে
আমার সত্তা ধুলোতে বালিতে রক্তেকাদায় পৃথিবীর নির্মম ঔদাসীন্যে
আমি পড়তে চেয়েছি, প্রেম ঃ নতজানু আমি শিখতে চেয়েছি, প্রেম ঃ
শ্রবণহীন মূক আমি উৎকণ্ঠিত শিরায় শিরায় শুনতে চেয়েছি, প্রেম ঃ
আমি রক্তেকালিতে লিখতে চেয়েছি শব্দের চেয়েও গূঢ় ব্যঞ্জনারক্তিম
হৃদয়ের ভাষায়, প্রেম ঃ
হে নির্মম, হে উদাসীন, হে ভয়ঙ্কর, হে সুন্দর!
আমি এক প্রমত্ত কবি নিষ্করুণ প্রারব্ধ আর সঞ্চিত আর ক্রিয়মানে ভারাক্রান্ত
অনন্তকাল ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে পুড়ে বেরিয়েছি অধিকারহীন পরিপ্রশ্নে
কোনোদিন আর ফিরব না ব্যর্থ এই শপথে ভূতগ্রস্ত উন্মাদের মতো দ্রোহহীন
ছুটে গেছি স্পর্শাতীত তোমার কাছে
হে অপমান, আমি শরণাগতির নির্ভয় নির্বেদে মুখ লুকিয়েছি
অবাধ্য অশ্রুর জন্যে শিশুর মতো দুঃখে ভয়ে বেদনায় দীর্ণ হতে হতে
ক্লান্ত বড়ো ক্লান্ত বড়ো ক্লান্ত আমার গোধূলিধূসর অভিমানের পথে পথে

সারাজীবন কেবল কর ক্ষতি।
ফুল হয়ে কি ফুটবে না কক্ষনো?
আমার মতো আবেগপ্রবণ লোক
তোমার বোধহয় পছন্দ খুব, বলো?
জড়িয়ে ধরি ছাড়িয়ে যাই নিচু
গুঁড়িয়ে যাই বুড়িয়ে যাই রোজ
লুকিয়ে রাখি পাঁজরতলে মুখ
দুঃখে হেসে চোখের জলে ভাসি
অনেক নিচে নেমে দূরে গিয়েও
তোমার কাছে দাঁড়াই তোমার কাছে!

ভেবেছিলাম এই তো কটা দিন
ঘর খোলা থাক দোর খোলা থাক আর
পথ খোলা থাক যাবার ও আসবার
সব তুলে দিই একটি নদীর হাতে।
সেই নদী যার মুখ দেখনি, শুধু
ভাসতে ভাসতে ভেঙেছি দুই পাড়
বেঁচে থাকার সমূহ সংসার—

নদী কিছু গড়ে না কক্ষনো?

সারাজীবন ছায়ার মতো থাকো
মায়ায় বাঁধো দুর্বলতা জেনে
'ভুল' কি ভুলেও 'ফুল' হয়ে আর ফোটে
আমার মতো লোকের এ জীবনে!

দ্রোহ

আমারই মতো হয়েছে নিচু আকাশ যেইখানে
আমারই মতো ভেঙেছে পাড় যে নদী সারারাত
আমারই মতো রক্তক্ষত হৃদয়ে অপমানে—
সেখানে তুমি এসোনা তুমি রেখোনা যেন হাত

কাটুক দিন যেভাবে কাটে কাটুক রাত, তাতে
কী ক্ষতি বলো; দেখোগে ওরা জ্বেলেছে কত ধুনি!
ঘুমোতে দাও এবার। আর জাগার বাসনাতে
হৃদয়শিরা দু'হাতে ছিঁড়ে যাব না এক্ষুনি

যা গেছে যাক যা আছে তার বেদনাটুকু শুধু
থাকুক। আর কখনো আমি তোমাকে বলব না ঃ
আমাকে নাও। আগুনে দিন জ্বলুক পথ ধূ ধূ
করুক। আমি আবার এসে ছড়াব প্রাণকণা

আবার এসে দাঁড়াব পাশে ভেঙেছ যার বুক
শোনাব গান কেড়েছ যার অথৈ বিশ্বাস
ফেরাব তাকে বেদনাহত নষ্ট নিরুৎসুক—
চতুর, আমি ছড়াব নীল গরল লাল ত্রাস

লীলাচ্ছলে যেখানে যাবে যেখানে—পৃথিবীতে
একটি তীর তূণীরে তুলে এই যে রাখলাম
বিদ্ধ হতে হবেই জেনো তোমাকে, নিতে নিতে
কঠিনতম নাভিতে ওঠা আমারই প্রিয় নাম।

দুর্বলতা

এখনো তোমার নাম আমার শব্দের মধ্যে আছে
এখনো তোমার নাম আমার ছন্দের মধ্যে আছে
এখনো তোমার নাম আমার ভুলের মধ্যে আছে
এখনো তোমার নাম আমার চুম্বনে জ্ব'লে যায়
এখনো তোমার নাম এখনো তোমার নাম এখনো তোমার
অমোঘ মন্ত্রের মতো স্বৈরাচার সুন্দর কোমল নিষ্ঠুরতা
পাপী পরিতাপী ক'রে ধর্মহীন কবিতা লেখায়।

কোজাগর

কাল দেওয়াল থেকে খুলে নিয়েছি তোমার ছবি
কাল আলমারি থেকে তুলে দিয়েছি তোমার ছবি

পুজোর ঘরে খোকার ঘরে বুলুরাকার ঘরে আমাদের ঘরেও
আর তোমার কোনো চিহ্ন নেই
আমাদের উঠোনে বাগানে বারান্দায় সিঁড়িতে ছাদে
কোথাও তোমার কোনো চিহ্ন নেই

খুব সাবধানে নিঃশব্দে যেদিন উপড়ে নিয়েছিলে আমাদের চোখ
একটু একটু ক'রে স্নেহাতুর হাতে যেদিন খুলে নিয়েছিলে ত্বক
কী পরম মমতায় তোমার বর্শায় গেঁথে নিয়েছিলে আমাদের ফুসফুস
বিশ বছর ধরে নিশান করে উড়িয়ে ছিলে আমাদের সত্তা
সে সবও আজ আমাদের আকাশ অজস্র নীলে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে
অজস্র নীল মুছে দিয়েছে সেই সব ক্ষয় ক্ষতি রক্ত অপমান
আর কোথাও কোনো চিহ্ন নেই তোমার

আজ কোজাগর
আজ রাকারজনী

জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় সমস্ত চরাচর কী পরিপ্লাবিত কী পর্যাকুল
মৃত্তিকালগ্ন প্রতিটি ধুলোবালি প্রতিটি ছিন্ন দলিত পুষ্পপত্র
প্রতিটি আঘাত অপমান বঞ্চনা এক আশ্চর্য মায়াস্পর্শে কত ক্ষোভহীন
কত শান্ত সমাহিত সমর্পিত সুপ্তিমগ্ন মাধুর্যে আবৃত
এই শান্তিতে এই স্তব্ধতায় এই অনিমেষ স্নিগ্ধ অনুভবময়তায়
হে অবসান, হে আরম্ভ,
হে কার্যকারণাতীত জীবন,
বিশ বছরের টুকরো টুকরো স্মৃতির তারগুলি
বীণা থেকে খুলে নাও
যা কাল আমি খুলে ফেলতে পারিনি নিজের হাতে

তোমার হাতে

মাঝে মাঝে মনে পড়ে কষ্ট হয় চোখে আসে জল।
এত নষ্ট যুগে কেন ভালবাসা, জড়মাংস ছেড়ে
সত্তাকে আচ্ছন্ন কর ব্যথিত বিষণ্ণ কর মন?
একদিন মুছে যাবে এ পৃথিবী সৌরলোক থেকে
একদিন এ আকাশ কোনোকিছু মনে রাখবে না
তবু কেন মনে হয় শেষ নয় এ প্রেম অশেষ
এই ধুলো বালি জীর্ণ ছেঁড়াপাতা সব যেন সোনা
সমূহ সংসার থেকে উঠে আসে আমারই বেদনা
আমারই আনন্দ কাঁপে ঘাসফুলে পাখিটির চোখে
মাঝে মাঝে ভেজাচোখে তবু ভাসে বিশ্বাসের ছবি
মনে হয় নষ্ট নয় সব কিছু ঠিক আছে দুহাতে তোমার।

মৃত্যু

অমারাত্রি কালো গঙ্গা যমুনা গভীর অন্ধকার
মা মা হিংসী মা মা হিংসী ঃ তুলে নিচ্ছে বুক থেকে ভার

তুলে নিচ্ছে খুলে নিচ্ছে অনুচ্চার প্রার্থনার নদী
নাচিকেত অগ্নি জ্বলে নিরিন্ধন হৃদয় অবধি

ভেসে যাচ্ছ ডুবে যাচ্ছ চোখের ভিতরে লোনা জলে
বীতশোক বিস্তারিত আকাশে মাটিতে ফুলে ফলে

আপ্তকাম সত্যকাম গুহায় নিহিত দেবযান
রক্তছিটে লেগে যায় পাতায় পাতায় করো ত্রাণ

হে ওষধী, বনস্পতি, অনুপ্রবিষ্ট তুমি, নমঃ
কালো গঙ্গা যমুনায় দেখ মৃতুর্ধাবিতি পঞ্চমঃ

ভয় করছে ভয় করছে, মহদ্ভয়, বজ্র কই হাতে?
অমারাত্রি কালো রাত্রি শেষ হবে না করুণা সম্পাতে?

অঞ্জলি

এবার তোমার কাছে হাতে ক'রে নিয়ে যেতে হবে
সারাজীবনের তৃষ্ণা পাগলের সমস্ত প্রলাপ

পথের সমস্ত বাঁক সর্বপায়ী শিকড় নিশান
ইস্তাহার জয়পত্র মুহূর্তের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম

আর বেশি দেরি নেই, কতদূর গিয়েছে সীমানা?
যেখানে আকাশ নেমে ছুঁয়ে আছে মাটিকে আমার

এখন নির্ভয়ে বলো নির্দ্বিধায় বলো, কার নাম
কার নাম লেখা আছে প্রতিটি ব্যথায় অপমানে

শরীরের ভয় ভুল অবিমৃষ্যকারিতা দেখেছ
দেখনি জলের দাহ আগুনের শান্তি সজলতা

আমার গার্হস্থ্য ধর্ম সন্ন্যাসের দিকে ধাবমান
সমূহ সংসার ভাঙা ঘরবাড়ি শূন্যে ভাসমান

এবার দু'হাতে ক'রে নিয়ে যেতে হবে পূর্ণতাকে
শূন্যতাকে—সীমাহীন তোমার নিকটে বহুদূরে

তাই একে ওকে তাকে তোমাকে দেখাই ক্ষয় ক্ষত
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে ঘূর্ণিতে আহত প্রতিহত

এবার তোমার কাছে জানি সব নিয়ে যেতে হবে
আমার পথের প্রান্ত দুটি প্রান্ত দু'হাতে তোমার।

বিকেলের কবিতা

বিকেলের কবিতা

সারাটা দুপুর গেছে পথে পথে—
এখন বিকেল।
ঘর থেকে বেরোব না
বসে থাকব জানালায় একা
শুয়ে থাকব কবিতার বই হাতে একা
দু'চারটি বিষণ্ণ স্নিগ্ধ শব্দ নিয়ে
তোমার উদ্দেশে
হয়তো জানাব অভিমান—।
সারাটা দুপুর গেছে—
এ বিকেল বিক্রি করব না।

দুরূহ সময়

আজকাল আমার শরীরে
দুঃখ নেই কোনো দাহ নেই
আজকাল আত্মার গভীরে
সে এসে দাঁড়ায় একা যেই
উড়ে যায় সন্ন্যাসীর ঝুলি
পুড়ে যায় সম্রাটের ক্রোধ
আর সেই লুপ্ত ব্রজবুলি
জীবনের দেনা করে শোধ
আপাতত শরীরে আমার
রক্তলিপ্ত আত্মার কোরকে
তার গন্ধ শব্দ স্পর্শ তার
ঝলসে ওঠে পলকে পলকে।

এক এক জনের

এক এক জনের এইভাবে যায় দিন।

ভিজতে ভিজতে কোথায় মাথা নিচু
পুড়তে পুড়তে সে যায় মাথা নিচু।

চারপাশে তার গার্হস্থ্য সন্ন্যাস
চারপাশে তার ব্যাকুল বারোমাস।

সে যায় তাকে ফেরায় না তার পথ
পথের ধুলো শুকনো পাতা হাওয়া।

এক একজনের শুধুই চলে যাওয়া।

কবি বেঁচে থাকে

কবি বেঁচে থাকে একটি কবিতা উচ্ছ্রিত হবে ব'লে
রোমশ মৃত্তিকা তাকে টেনে নিয়ে শুষে নেবে ব'লে

বন্ধু মেঘ উড়ে এসে সারারাত বৃষ্টি দেবে ব'লে
ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসবে ব'লে এক একটি কবিতা

মাঝে মাঝে দেবতা-দুর্লভ দৃশ্য কবিকে দেখায়

কবি কি উন্মাদ? লোকে তাই বলবে। তুমি?
তুমি তো বল না কিছু। কবি কষ্ট দেয় কি তোমাকে?
হাত ধরে নিয়ে যায় দুর্গম জঙ্গলে টিলা ভেঙে
উত্তাল ঢেউয়ের পরে ঢেউ ভেঙে পার করে তোমাকে
উত্তুঙ্গ শিখরে গিয়ে দেখায় আনন্দধারা বহিছে কেমন?

তোমার কি কষ্ট হয়? কষ্ট ছাড়া এরকম অভিজ্ঞতা হয়?
এমন আনন্দ দিতে কবি ছাড়া পৃথিবীতে কেউ পারে, বলো?
কবিই পুরুষ কবি সন্ন্যাসী বাউল কবি ঈশ্বরপ্রতিম
বেঁচে থাকে তুমি তাকে এক একটি কবিতা দেবে বলে
ধুলো বালি থেকে তাকে তুলে দুঃখ শুষে নেবে বলে
তার বন্ধু মেঘ এসে সারারাত বৃষ্টি দেবে বলে।

একদিন

আমাকে যতই ভাঙ অপমান কর নষ্ট কর
তোমার খেলার মজা আর জমবে না।
যতই তাড়াও দূর কর আজ জেনেছি যা তুমি
তারো বেশি।

আমাকে কীসের ভয়? আমি কোনোদিন
কখনো গলির বাঁকে প্রতিশোধ নিতে দাঁড়াব না।
দেখা হবে একদিন। একদিন মুখোমুখি ঠিক দেখা হবে।

কঠিন

হাতের ওপর হাত রাখা খুব কঠিন বলে
রাখো আমার বুকে তোমার পা দু'খানি
চোখের ওপর চোখ রাখা যায় নানান ছলে
শেখানো যায় শিষ্যা হয়েও অনেক, জানি।

এই যে গড়ায় ছড়ায় আমার গভীর গোপন
আনন্দজল। ওই পা দুটি যাচ্ছে ভিজে
ওই দুটি হাত রচুক মায়া সেই নদী বন
ক্ষুধার্ত এই বুদ্ধকে দাও পায়েস নিজে।

সত্যি এত ভীষণ তবু গ্রহণ করো
আমি যে নই ভণ্ড কবি মিথ্যাচারী
অগাধ তোমার অশেষ তোমার অতল, ভরো
আমায়—আমিই তথাগত অনাহারী।

হাতের ওপর হাত রাখা খুব কঠিন মানি
বুকের ওপর রাখাও কঠিন পা দু'খানি?

অশেষ

তুমি সব দিতে পার তোমার ঐশ্বর্য অফুরান
তবু আমি কষ্ট পাই দুঃখীর মতন পথে পথে
অনেক প্রান্তর নদী পেরিয়ে তোমার কোনো গান
কোনোদিন এসে পড়ে, টাল সামলে উঠি কোনোমতে—
স্নান করি ওই সুরে, পান করি, গান না তোমাকে?
তুমি ঝ'রে পড় এই সমস্ত শরীরে মনে আর
চৈতন্যে নিবিড় হও ধর্মাধিক গুহাপথে বাঁকে
তুমি যে কী দিতে পারো জানে শুধু এ আত্মা আমার।

চিরদিন

তখনো ছিল রক্তরাগ উচ্ছ্বসিত মনে
চুম্বনের স্পর্শকাঁপা বেদনা ক্ষণে ক্ষণে
স্খলিত ছিল অন্ধকার বাতাসে মধুমাস
আকাশে আঁকা স্মরণে বাঁকা আহত ভ্রূবিলাস
দুচোখে ছিল তোমার মুখ দু'হাতে তুমি ছিলে
সময় ছিল ব্যাকুল নীল গোপনতম তিলে
ছিল না ঢেউ নদীতে কেউ আকাশ ভ্রুকুটিতে
ফুটিয়েছিল যে চাঁপা তাকে তোমাকে তুলে দিতে
যে কবি হেঁটে গিয়েছে পথে পাগল দিশেহারা
তুমি কি তাকে চিনিয়েছিলে অরুন্ধতী তারা?
তুমি কি তাকে শিখিয়েছিলে রুচিরা খেলাছলে
ভাসিয়েছিলে আগুনে দেহ এমন রাগজলে?
তখনো ছিল ঋষিরা জেগে কোথাও কোনো নদী
চুম্বনের স্পর্শে একা কেঁপেছে নিরবধি
ভেঙেছে বাঁধ আগন্তুক বেদনা রমণীয়
তখনো ছিল ফাগুন মাস যমুনা ছিল প্রিয়।

এখনো দেখ রক্তাশোকে সাশ্রু ব্যথা জ্বলে
এখনো মন কেমন করে ও নীপবন তলে
এখনো যেন অবশ হয় আঙুলে তারই বীণা
প্রদীপ নেভে লজ্জারুণ ওষ্ঠে তারই কি না!
স্খলিত বেশ স্রস্ত কেশ তন্বী শ্যামা কেউ
এখনো তোলে রোদসী রাতে ললিতগীত ঢেউ
রয়েছে রেবা উজ্জয়িনী মাধবী নিশিথিনী
পূর্বমেঘ বন্ধুমেঘ প্রাবৃটে তাকে চিনি
ছোঁয় যে মন সারাক্ষণ তোমাকে কতদিন
পৌত্তলিক অন্ধকার কান্না সমীচীন
নিম্ননাভি রাত্রি কাঁদে যমুনা অনুনয়ে
এখনো দেখ ওঠে সে ভোরে লজ্জারুণ ভয়ে।
তখনো ছিল, এখনো আছে, অনিঃশেষ, তুমি
বরণ করো 'খেয়ালে' যাকে সে কবি পায় ভূমি
পায়ের নিচে, সে কবি ছোঁয় তোমার মণিদীপে
তোমাকে, তুমি নূপুর খোলো আনত নীল নীপে।

হল না বলা, হয় না বলা, কেবল ভালবাসা
শ্লোকে ও শ্লোকে মুক্তি পায় অন্ধকার ভাষা।

হে চিরকিশোরী

এ কবিকে যদি ভালবাস তাতে ক্ষতি
তোমার সে দান গ্রহণে ক্ষমতা কই
সময় কোথায় বেলা পড়ে দ্রুত অতি
হে চিরকিশোরী, আমি নই আমি নই।

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে এই গান
তুমিই গেয়েছ ঃ একটি কবিতা বই
লেখনি কিছুই ঃ সে মস্ত সম্মান
হে চিরকিশোরী, আমি নই আমি নই।

ছায়া ঘনাইছে এ মনে তোমার ছায়া
শ্রাবণের ধারা অকূল, কোথায় থৈ
হৃদয়ে আমার তোমার আকাশী মায়া
হে চিরকিশোরী, আমি নই আমি নই।

এ কবিকে নিয়ে বিপজ্জনক সেতু
রচনা করার কী যে মানে বলো সই
ভালবাস শুধু ভালবাস নেই হেতু
হে চিরকিশোরী, আমি নই আমি নই।

পথ হারানোর বেদনা আমার শোনো
আমিও পথিক, তাহলে বন্ধু হই
বাকি পথে পথে আকাশী স্বপ্ন বোনো
হে চিরকিশোরী, আমি নই আমি নই।

উন্মাদ গাথা

'এসব কথা বলতে নেই' বলনি বলে এত
ধুলোর ঝড় বালির ঝড় হাওয়ার হাহাকার
জন্ম ছুঁয়ে মৃত্যু ছুঁয়ে প্রায়-উন্মাদ সে তো
অনধিকারী তবুও খুলে রেখেছ তুমি দ্বার!

তাহলে তাকে পাগল করো, অনেক স্বাধীনতা
আগুন খাই পাতালে যাই নরকে এক ঋতু

কাটিয়ে আসি তোমার কাছে মানি না কোনো প্রথা
নপুংসক চেলারা চেয়ে থাকুক; বড় ভীতু।

যেখানে মন ছোঁয়ানো পাপ সেখানে এই দেহ
ছুঁয়েছে সব, দেখেছে নেমে দারুণ দেবদেবী
দু'পায়ে যেন আটকে থেকে, অসম্ভব স্নেহ
ঝরেছে, তাই এখন ভাই মরুৎব্যোমসেবী।

এমন সব দেখার চোখ ছোঁয়ার হাত পাওয়া
সুদুর্লভ, সহ্য করা কঠিনতর আরও
আগুন পান আগুন গান আগুন লাল হাওয়া—
কৃপার জোর অহৈতুকী কৃপার জোর গাঢ়!

এখন দেখ পাগল ধায় সূর্য পিছু পিছু
লোভীর মতো কবিরা তার শব্দগুলি খোঁজে
এক আধজন কিছুটা পায় বাকিরা কোনো কিছু
বোঝে না, সব নপুংসক ভয়েই চোখ বোজে

পাগল দেখে রূপং রূপং প্রতিরূপো, তার
খুশীতে মন উধাও, রূপ প্রতিটি রোমকূপে
ফিনকি দিয়ে ওঠে যে সুখ, কে শোনে কথা কার
লুকিয়ে দেখে দেবদেবীরা আগুন-কৌতুকে

আকাশে দেখে প্রায় উন্মাদ পুলস্ত্য অঙ্গিরা
অবিশ্রাম বৃষ্টিপাত অবিশ্রাম হাওয়া
অগ্নিময় শরীর ধায় শিরা ও উপশিরা
শুষেই নেয় শয্যা তার রাতের দাবি দাওয়া

এমন রাগ এমন বেগ এমন সমরত
লেখেনি আজও বাৎসায়ন, স্মরগরল জ্বলে
উৎক্ষেপণ আপীড়িতক চণ্ডবেগ যত
পাগল দেখে রাত্রিভোর কেবল কৃপাবলে

এবং তার সহস্রার আকাশে ফেটে গিয়ে
আঃ কী জ্যোতি কী সুন্দর অসহনীয়! সে কি
প্রাকৃতজনে বোঝানো যায়? আলোকযান নিয়ে
দেখাব যাকে উৎস সেই সহসা চেয়ে দেখি!

জড়ায় তাকে দু'হাতে ধরে নিপুণ কৌশলে

প্রতিটি কলা অগ্নিময় আহা কী দিশেহারা
শরীর নয় ফোয়ারা যেন ভেজায় সব জলে
খুশিতে এক পাগল যেন তখুনি যাবে মারা

তখন তার অন্ধকার তখন তার বীণা
বেজেছে সারা আকাশময়, মৃত্তিকার বুকে
কে আছে একা দাঁড়িয়ে কিছু বলার আছে কিনা
ভেবে কে আনমনা যে হয়! আশিরনখ সুখে

উন্মাদের চিবুক ছোঁয় ওষ্ঠ ছোঁয় জল
আগুন তবু আগুন তবু আগুন সহস্রার
যমুনা জুড়ে অন্ধকার চাতুরি আর ছল
ভেসেই যায় গাগরী তার নূপুর ফুলহার।

মায়ারাত

ঘুম থেকে তুলে সেই মায়ারাত আমাকে দেখায়
সে আমার শব্দগুলি অর্থহীন করে ছড়িয়েছে
প্রান্তরে টিলায় বনে ধুলোপথে জলে ও কাদায়
সযত্নলালিত সব বর্ণমালা নিজে বেছে বেছে

দুঃখ হয়। সহসা সে উন্মোচন করে সত্য। আর
আনন্দআকাশ ছাড়া আবরণ রাখতেই পারি না
আগ্নেয় শরীর কাঁপে পিপাসার শুধু পিপাসার
হৃদয়ের শিরা ছিঁড়ে সারারাত সে বাজায় বীণা

আমার মিনতি বাজে ঘাসে ঘাসে তারায় তারায়
তাকে বুকে পেতে বুক ফেটে পড়ে ঝলকে ঝলকে
সে হাসে কৌতুকে নীল আগুনের মতো ফোয়ারায়
মোহভস্ম উড়ে যায় অন্ধকারে চোখের পলকে

মাঝে মাঝে এরকম ঘটে আমি আবার ঘুমোই
যেন কার কেশভার ঢেকে দেয় তখন আমাকে
ফেরাতে পারি না মুখ চেষ্টা আমি করি না যতই
ওষ্ঠ চেপে ধরে দম বন্ধ করে শুষে নেয় সমূহ আমাকে

তল

কেউ যেন না বলতে পারে—
আলোয় এবং অন্ধকারে
ফাঁক ছিল তার দুঃখে কিংবা সুখে
যেন আকাশ এবং মাটি—
হারায় না সেই চাবিকাঠি—
যা দিয়ে এই মরচে ধরা বুকে
হয়তো খুলে দেখবে কেউ
ঢেউয়ের পরে কেবল ঢেউ
কেবল ঢেউ করেছে লুটোপুটি
যেন সেদিন ডাঙায় তার
ছড়ানো থাকে অন্ধকার—
জলের তলে থাকে থাকুক
ব্যাকুলতার
রাত্রিবেলা
একটি কিংবা দুটি।

নেশা

একদিন একদিন করে প্রায় দু-বছর এই তীর
বিদ্ধ করে গেছে। শুধু এ শরীর? পিপাসার্ত মন
বিষে নীল জর্জরিত। তবু কত ব্যগ্র ও অধীর
বিদ্ধ হব বলে! রাতে উৎকর্ণ! কখন

আবার সে কড়া নাড়বে আবার সে তুলে নেবে তার
উন্মাদ অশ্বের পিঠে আর মুগ্ধ সপাং চাবুকে
চিরে ফেলবে ফালা ফালা চেতনা আমার—
ফেনায় ফেনায় ভেসে যেতে যেতে অকস্মাৎ রুখে

আমি কি দাঁড়াতে পারি? ওই বেগ চণ্ডবেগ ঝড়ে
দেখি উড়ে যায় আমার জপমন্ত্র ধ্যান ধর্ম সব
দেখি মুলাধার ছিঁড়ে সহস্রার ছিঁড়ে আছড়ে পড়ে
আনন্দব্রহ্মের ঢেউ আচৈতন্য সঙ্গমসম্ভব।

প্রেম ১

এমন প্রেমে পাগল হয় এমন প্রেমে মরে
যে কোনো কবি, তুমি কি লেখো? তাহলে প্রাণভরে
দু'হাতে ধরো ও পান করো মাতাল হও শোনো
বাঁচে না কেউ বাঁচেনি কেউ এ প্রেমে কক্ষনো
ভাসে না কোনো জাহাজ নেই কোথাও মাস্তুল
ডুবেছে পাখি ডুবেছে ভয় ডুবেছে সব ভুল
কোথায় কূল কিনারা, কবি, পাতালে জ্বালো ধুনি
নিজেরই নরকরোটি ধরো না হলে এক্ষুনি
আগুন খাবে তোমাকে খাবে ভীষণ তান্ত্রিক
এমন প্রেমে পাগল হও; সে এসে তুলে নিক
পুঞ্জীভূত তোমার প্রেম ওষ্ঠে নিক শুষে
সত্তা আর চিবোক হাড় মজ্জা খাক চুষে
পাগল তুমি তাকাও চোখ নিষ্পলক দ্যাখো
অরূপ সেই আনন্দের এবং তুমি লেখো ঃ
'আমার এ মৃত্যুকে আমি নিয়েছি ডেকে নিজে'
আমরা পড়ি; শুকনো চোখ একটু যদি ভিজে!

দৃশ্যত যা দেখা অপরাধ

আমাকে দেখালে যদি তাহলে এ চোখের পিপাসা
না মিটালে অন্ধ হব শরীর চৌচির হবে আর
মোহভস্মে লোভময় ঢেকে যাবে সমস্ত তামাশা
আসন্ন্যাস নষ্ট হবে অভিশাপে সমূহ সংসার

আমাকে শেখালে যদি তাহলে বাজাতে দাও, না'লে
ব্রহ্মচারিণীর পাপে বন্ধ হয়ে যাবে গুরুপাঠ
ভুল করে ফেলে যাবে অরুন্ধতী নূপুর চাতালে
টি টি পড়বে মহারাজ, শিষ্যেরা লোপাট—

নেমেছে পাথর দ্যাখো এঁকেবেঁকে কাঁসাই-এর জলে
উঠেছে পাথর দ্যাখো রাসমন্দিরের দরজায়
চূর্ণ ফাগ চাঁপা ফুল শীৎকারের কণা রাত্রি হলে
রাতের নদীর জলে ভেসে যায় ভেসে ভেসে যায়

এ রকম চৌদ্দটি বছর। এ রকম আহত যৌবন।
এ রকম সমস্ত পুরাণ। এ রকম পৌত্তলিক ব্রত।
আগুনের দিকে যেতে যেতে পুড়ে যায় গেরুয়া বসন।
দৃশ্যত যা দেখা অপরাধ দু'চোখে যে তারই রক্তক্ষত।

শ্লোকোত্তরা

আমি জানি কে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল হেসে।
নদীর গভীর থেকে উঠে আসা পাথরের রক্তমুখী টিলা
বিহ্বল পায়ের তলে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ভেসে ভেসে এসে
মূর্ছিত বিস্রস্ত জ্যোৎস্না। আমি তার সমস্ত অছিলা
নিশ্চিত জেনেও সেই প্রচ্ছন্ন মৃত্যুর মতো প্রাকৃত নিজনে
খুলেছি পশম ... শীতে হিমে নীল শরীরের পর্যাকুল বনে।

আমি জানি কে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে।
স্মরগরলের সেই সনির্বন্ধ তীব্র সুনিবিড়
রাত্রি মনে পড়ে সেই গার্হস্থ্যের আসক্ত নিভৃতে
মন্ত্র উচ্চারণময় অলৌকিক সমূহ শিবির—
আমার শরীর কাঁপছে, জানালায় রক্তে ভেজা ঝাপসা পটভূমি
ক্রমশ যমুনা হলে করপুটে শ্লোকোত্তরা প্রিয়তমা তুমি।

বন

আমার সমস্ত রক্ত দুলে ওঠে বিঁধে যায় ওই তীর কাঁধে
গরম রক্তের স্রোত ফিনকি দিয়ে গড়ায় আমার
মুখে চোখে ভরে যায় উষ্ণ ফোঁটা ফোঁটা, ক্ষতস্থানে
কী ভীষণ বিষ জ্বালা দাহ ঘোরে মাথায় তারার
অগ্নিময় মালা, আমি তোকে নিয়ে কী করে বিশাল
এই অন্ধকার বন টিলা পথ পেরোব, কী করে
হাত ধরে পার হব খরস্রোতা নদী আর সাঁকো!
তোর জন্যে জ্ব'লে ওঠে জঙ্গলের রক্তলাল পাখা
সারারাত ভিজে যায় লতা তন্তু দৃঢ়মূলে রাগে
একটি অসম্ভব ক্ষিপ্র ঘোড়া ছোটে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়
শুকনো লাল পাতায় পাতায় আমি ভয়ে তোর হাত

চেপে ধরি আর ওই তীর এসে বিঁধে যায় কাঁধে
আমাকে রক্তের স্রোতে ভ'রে দিতে অন্ধ ক'রে দিতে
হাত ছেড়ে দিতে তোর মায়াবী রহস্যে দমবন্ধ করা আমাকে জাগাতে
এই বনে সিঁথি পথে বিষাক্ত পাতার ঘন জালে।
কোথায় যে শুরু হল কোথায় যে শেষ হবে, কেউ
আমাকে কি ব'লে দেবে? এই বনে টিলায় আগুনে
আমাদের মতো কেউ কখনো কি এসেছিল? অক্ষত শরীরে
ফিরে গিয়েছিল? তীর বেঁধে আর ব্যাকুল বেদনা
যেন মনে পড়ে কার মুখ কার চোখ কার ইশারা, আমার
অন্ধ বনপথে রক্তে ক্ষতে জলে টুকরো হতে হতে।

রূপ

আমাকে বলনি কোনোদিন ওই কথা
আমাকে বলনি কোনোদিন ওই স্বরে
আমাকে বলনি সুখচারী এই ব্যথা
তোমাকে এভাবে বাজায় রাত্রি ভ'রে

তবু বেজে যাও তুমি ঝরে যাও ওর
পিপাসা কাতর বাহুতে জানুতে মুখে
সুধারসে ভেজে বনময় রাতভোর
চাঁদ ডুবে যায় তোমার ও চাঁদমুখে

এভাবে কখনো দেখিনি নেমেছ জলে
এভাবে কখনো দেখিনি ভিজেছ রাতে
এভাবে কখনো দেখিনি নিপুণ ছলে
আমাকে পাঠাতে ধর্মের গিরিখাতে

নেমে যাই নাকি উঠে যাই জানি না তা
এ কী রূপ! এ কী অসহ্য রূপ! আরও?
সুধা পান করো নিজে হাতে কেটে মাথা!
যে দেখে দেখুক আমি পারছি না ছাড়ো।

প্রমত্ত কবিকে

একবার দেখবার জন্যে বহু কষ্টে উঠেছি চূড়ায়।
দেখা হল! হা হা দেখা এত কষ্ট! দেখা এত সুখ

দু-বার দেখবার জন্যে বহু ধৈর্যে নেমেছি পাতালে।
তাও হল! হা ঈশ্বর! দেখা এত অসহ্য সুন্দর!
অনন্ত তৃষ্ণায় প্রায় উন্মাদ উঠেছি শীর্ষে নেমেছি পাতালে
তিনবার চারবার পাঁচ ছয় সাত আট কুড়ি ও একুশ

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল
প্রমত্ত কবিকে তুমি দেখাও সমস্ত কিছু ছিঁড়ে খুঁড়ে
রাত্রির চিতাতে।

আমাকে লেখায়

আমার বন্ধু কবিতা লেখে না বোঝে না, আমাকে তবু
লেখায়; যখন উদ্যমহীন আমি ঘুমন্ত প্রায়
শিকারীর মতো বল্লমে ঠিক এফোঁড় ওফোঁড় করে
আমাকে জাগায় মাঝে মাঝে এসে সে যেন পরিত্রাতা।
কবিতাও তাকে ভালোবাসে তার বলিষ্ঠ বাহু টানে
বিশাল বুকের আয়তন দুটি পুরুষালী দৃঢ় জানু
ভীষণ ধারালো বল্লমে ঢুকে যেতে মুহূর্ত স্থির
যখন কবিতা, আমি জেগে উঠি জাগে ঘুমন্ত শিরা
আমাকে শেখায় কবিতা লিখতে অত্রি ও অঙ্গিরা।

খেলা

ভালবাসি বলে এরকম খেলা হল
চাঁদ উঠে এল তোমার ভ্রূ পল্লবে
জ্যোৎস্নার বীজ আশ্লেষে ছলো ছলো
প্রতিটি আঘাত পরিণত হল স্তবে।
আমার বন্ধু তোমাকে নিয়েছে যত
তুমি তারও বেশি তাকে নিয়ে গেছ দূরে
আমি আগুনের অবয়বে সংহত
দেবতারা সেই দৃশ্য দেখেছে ঘুরে।

উজান

আমি ব'সে থাকি তীরে জলের শব্দের মতো রক্ত নেচে ওঠে
সে এলে করি না দেরি হাত ধ'রে তুলে নিই নৌকোয়
দড়ি খুলি দাঁড় ধরি দ্রুত পায়ে বসি গে' গলুইয়ে
স্রোতের বিরুদ্ধে টানি ছপাছপ ধীরে ধীরে এগোই সম্মুখে
চাঁদ ডুবে যায় জলে আকাশে সে খুলে রেখে শাড়ি
তীরের জঙ্গল থেকে ভেসে আসে বাতাসের আনন্দ শীৎকার
তুমি তাকে কষ্ট দাও শ্রমসিক্ত শ্বাসরোধ করো
খুশি মতো শুষে নাও ডোবাও পাতালে টেনে মূল
সে তোমাকে ছেড়ে দেয়? সে তোমার শিরায় শিরায়
আনন্দ আগুন জ্বালে ফিনকি দিয়ে ওঠে তার শিখা
গলুইয়ে আমার রক্তে হৃৎপিণ্ডে বাহুতে দৃঢ় দাঁড়ে
নৌকো দ্রুত বেগে ধায় আমি তীব্র বসে থাকি একা
ছইয়ের ভিতর থেকে আগুনের হল্কা এসে লাগে
সত্তার সর্বাঙ্গে জ্বরে কেঁপে উঠি তীব্র সুখে কেঁপে ওঠে জল
সে তোমাকে তুমি তাকে দেখাও আমিও দেখি তীরে দাবানল।

পদ্ম

সে এসে যখন বসে তুলে নেয় তোমার আঙুল
তখনি বিদ্যুৎপৃষ্ঠ আলোগুলি লজ্জা পেয়ে নেভে
জ্বলে ওঠে মণিদীপ জ্বলে ধাবমান রক্তফুল
শৃঙ্গারখচিত তীক্ষ্ণ তরবারি তুমি তার হাতে তুলে দেবে
যেমনি সে এক লাফে উন্মাদ অশ্বের পিঠে উঠে
অগ্নিঝলকের মতো উড়ে যায় আঁধার ঘূর্ণিতে
এ পৃথিবী ঢেকে যায়, তোমার পা দুটি মাত্র ফোটে
পদ্মের মতন, দোলে, পাপড়িগুলি মেলে দিতে দিতে

এমন সুন্দর পাপে

কবি বড় দৃশ্যলোভী। সে তোমার স্নান দেখবে ব'লে
নেমেছে পার্বতী স্রোতে জ্যোৎস্না রাতে চুপি চুপি একা।
জলের আনন্দধারা তোমার ও শরীরের প্রতিটি আবর্ত জটিলতা

শুষে নিতে নিতে নীল স্পন্দমান তরঙ্গ ব্যাকুল
কবিকে কেবলই ডাকে ঃ কবি বড় দৃশ্যলোভী, তার
দুচোখে তৃষ্ণার জল ছল ছল পাথরে পাথরে মাথা কোটে
দীর্ঘদেহ দেবদারু আদিম পাইন বনে হাওয়ায় তৃষিত ওষ্ঠে জল
বিন্দু বিন্দু ঝ'রে যায় কোথাও ঝরণার শব্দ ওঠে
উরুর আকাশে জ্বলে নেভে গ্যালাক্সির ওই কোটি কোটি তারা
কবি দৃশ্যলোভী চোর সুন্দরের আদিম বিষাক্ত লতাপাতা
দু'হাতে সরিয়ে দেখে দুটি হাত গ্রীক দেবতার দুটি জানু
গ্রীক দেবতার স্বেদসিক্ত পিঠ আদিম গম্ভীর
কঠিন শিকড় সব শুষে নিচ্ছে উড়ে যাচ্ছে ফিস ফিস কথা
ঘুরতে ঘুরতে তারা বেয়ে নেমে যাচ্ছে আর্দ্র গিরিখাতে
কবি দৃশ্যলোকে একা পুড়ে যাচ্ছে স্নানজলে গভীর জঙ্গলে
দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শ্বাসরোধী মাদক বাতাসে তবু লোভে
এমন সুন্দর পাপে প্রবৃত্ত ও প্ররোচিত আত্মনিহত এক কবি।

সাংখ্য

ডেকে এনেছিল মসৃণ বাহুপাশ
বুকের খাঁজের দিশেহারা নীল ঢেউ
মায়াবী নাভির দ্রাক্ষা রেশমী ঘাস
শীৎকারে চাপা অনাহত হাওয়াতেও

চাবুকে চাবুকে উন্মাদ দিশেহারা
ফেনায় ফেনায় কষ বেয়ে গলে জ্বর
উঠে নেমে বেঁকে পথ করে দিল সারা
আরোহী নিখুঁত একাগ্র নির্ভর

ক্ষতিপূরণের অনেক অনেক বেশি
দু'হাতে ওষ্ঠে বক্ষে জানুতে শুষে
নিষ্ক্রিয় নীল পুরুষ, প্রকৃতি-বেশী
ভূর্ভূবস্বঃ পান করে চুষে চুষে

কৃপা ক'রে ওঠে মণিপুরে আজ্ঞায়
অহেতুকী কৃপা ভরেছে সহস্রার
আমি দেখি সব ভেসে যায় জ্যোৎস্নায়
করপুটে কাঁপে দেবী মুখখানি তার।

তুমি ডাকলে

তুমি কবি বলে ডাকলে ঃ আমি চোখ তুলে তাকালাম।
কোথায় কোথায় তুমি? কোথাও কি দৈববাণী হল?
তুমি কবি বলে ডাকলে ঃ আমি দরজা খুলেই রাখলাম!
কোথায় কোথায় তুমি? শুধু হু হু এলোমেলো হাওয়া
তুমি কবি বলে ডাকলে ঃ আমাকে আবার লিখতে হল
তোমার তোমার কথা— কী কথা তোমার আমি জানি?
কী ব্যথা তোমার আমি ছুঁয়েছি যে আমাকে ফেরাও?
তোমার কপালে খুব দুঃখ আছে। কবি বলে ডেকে উঠলে; দ্যাখো,
টিটি পড়ছে শাদা শাদা বৃষ্টির কলঙ্করেখা ঘিরে।

পাপ, সুন্দরের জন্য

আমি এই পাপ নেব পুণ্য থাক অন্যরা তা নেবে।
এই সুন্দরের জন্যে পাপ আমাকে পাতালে নামাক।

এই স্বেচ্ছাচার নেব সদাচার মাথায় থাকুক
এই সুন্দরের জন্যে কয়েক সহস্র জন্ম তোমাকে দিলাম।

আমি অন্য ধর্মবীজ বপন করার জন্য এসেছি এখানে
সুন্দর, তোমাকে আমি প্রত্যেক প্রার্থীর হাতে তুলে দিয়ে যাব।

অন্ধেরা দেখুক সব গেল গেল রব তুলে চেঁচাক বধির
আমরা ছেড়েছি তীর দুজনেই সুন্দরের হাত ধ'রে ধ'রে।

এমন সজল আভা পাতালের পথে পথে। তবে কি এবার
দেবতারা এই পাপে প্রলুব্ধ হলেন দীর্ঘ অন্ধভুল ভেঙে।

তবে কি স্বাতীর সঙ্গে অরুন্ধতীর সঙ্গে সাতটি ঋষির
কিছু হল? দেবদারু পাতায় পাতায় চাপা কথা।

আমি সব পাপ নেব ঋষিপত্নী অহল্যা, তোমাকে
রামের মহিমা থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে এসেছি এবার।

প্রেম ২

আমাকে বাঁচাতে হলে জ্বেলে দাও আমার পালক
বিঁধে দাও ডানা দুটি রক্তমাখা হু হু করে পড়ি
ঝলসানো শরীর নিয়ে চোখে দাও অন্ধ বিষ যেন
আগুনের ফুলকিগুলি নিভে যায় রঙিন বুদবুদ
জ্বলুক দগদগে আত্মা প্রাক্তন প্রারম্ভ ব্যথাময়!
আমাকে বাঁচাতে পথে ফাটল পাতালধস আনো
উদ্দাম ঢেউয়ের নিচে চুম্বক পাহাড় চোরাবালি
দিশাহীন অন্ধকার আতঙ্ক উপুড় জলাজমি
লাভাস্রোত তীক্ষ্ণ শিস পদ্মগোখরার পরমাণু।
আমাকে বাঁচাতে হলে বুকে ঢালো হলাহল প্রেম।

তামস কবিতা

জরা

এবার ঢেকে রাখো, আর কি কিছু আছে?
আর কী আছে বলো, হয়েছে সব দেখা
না হলে আমাকে যে এর ওর তার কাছে
জবাবদিহি করে মরতে হবে একা।

কী করে এতদিন নিবিড় তামাশায়
মূকাভিনয়ে দমবন্ধ কাটালাম
এখন মৌনতা মাটিতে ঝা'রে যায়
অশ্রুবাষ্পে কি লিখেছি কোনো নাম!

বৃথাই সব গেল, গেল না খিদে আর
গেল না সঞ্চিত গেল না ক্রিয়মান
পুরনো আঙ্গিকে প্রাচীন কবিতার
এ যেন পাড়াগাঁর উদাসী অভিমান

এবার ঢেকে রাখো নিবিড় বল্মীকে
এ হাড় মাস খাক, আত্মা ছেয়ে যাক
রক্ত ঘাসে ঘাসে এ দিকে ওই দিকে
জড়াও ভালো করে আলোল মায়াপাক

এবার ঢেকে রাখো ঃ এ দেহ ডেকে বলে
আর কি কিছু আছে ঃ জ্বলছে চিতা লোল
এবার ঢেকে দাও যে কোনো কৌশলে
শোনোনি করাঘাত খোল্ এ দ্বার খোল্।

এক টুকরো

একেক সময় সবাই ভিড় করে আসে চারপাশে
যেন অটোগ্রাফ চাই।
ছেলেবেলায় ভেঙে যাওয়া কোনো
দুঃখের ছবি
হাত বাড়িয়ে ধরে খাতা
বলে, লেখো—

দুঃখী কোনো দুপুরের হাহাকার
পেনসিল ধরিয়ে দেয় হাতে
বলে, লেখো—
গোধূলির ছায়ায় ধূসর একটা পাখি
তার পালকের কলম দিয়ে
বলে, লেখো—
আনন্দ-স্রোতে 'তার' আসা বলে লেখো—
পাঁজর গুঁড়িয়ে 'তার' চলে যাওয়া বলে, লেখো—
আর আমি ওই ভিড়ে টাল সামলাতে সামলাতে
তোমার কাছে গিয়ে পড়ি
তুমি আমাকে কাঁসাই-এর কিনারে নিয়ে গিয়ে বাঁচাও
আমরা গল্প করি হাসি
আমাদের কথোপকথন
টেপ করে নেয় হু হু বাতাস।

বৃষ্টি

এর নাম অনুনয়, তুমি এর ভাষা বোঝো, তবু
যেন এক বিদেশিনী, চলে যাও, তাকাও না ফিরে।
আমার পথের তরু কতটুকু ঢেকে দিতে পারে?
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে সব ঢেকে যায়। ভেজে দুটি চোখ।

রাত

তোমার অনেক আছে নেই শুধু বাজাবার হাত
তাই রাত তাই এই অপেক্ষা কাতর এই রাত
আমাকে ঘুমোতে দেয় না, কষ্ট দেয় শ্রবণ পিপাসা।

মুক্তি

আমি কোনোদিন আর যাই না তো। তবুও পাথর
আমার স্মৃতির ফুল বুকে তোলে আকাশের দিকে।
পাথরও তোমার চেয়ে বেশি যেন সংবেদনশীল।
তুমি কোনোদিন এই সজলতা পেলে না জীবনে।

তৃষ্ণা

পিপাসা কি শ্রবণের পিপাসা কি শুধু শ্রবণের?
তাহলে দুচোখে কেন সীমাহীন সজল আকাশ
তাহলে দু'হাতে কেন ফেটে যায় নিবিড় স্তনন
বুকে এত ব্যাকুলতা—জন্মের মৃত্যুর অনুনয়!!

প্রান্তর

কোথাও পথের রেখা নেই কোথাও উদ্ভিদ নেই কোনো
তৃণ নেই; তৃষ্ণা—শুধু তৃষ্ণায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে—
কেউ নেই; শুধু একা আকাশ নেমেছে চুপি চুপি
দিগন্তে দিগন্তে ঃ কথা হচ্ছে কি হচ্ছে না হাওয়া জানে।

স্কুল

নাম আঁচুড়িতে শাদা বালি নেই ঢেউ নেই ঝাউ—
চূড়ায় বরফ নিয়ে সকালের রোদ নিয়ে পাহাড়ও কি আছে?
লোনায় ফাটলে জলে রোদ্দুরে সূর্যাস্তে আছে গাঁথা
ব্ল্যাকবোর্ড চকখড়ি ছোট ছোট আগুন জীবন!!

ভুল

ঝাঁটিপাহাড়ীতে গিয়ে সারাদিন দেখি শুশুনিয়া
চকের গুঁড়োয় ভরে হাত মাথা শাদা হয় চুল
এখনো কঠিনতম অভিমান কাঁসাইয়ের পাথরে লুটোয়
আমার জন্মের কোনো শেষ নেই আমার মৃত্যুর কোনো শেষ নেই, ভুল

আমার সমস্ত শব্দ

আমার সমস্ত শব্দ এখনো নিপুণ করতলে
তোমাকে লুকিয়ে রাখতে শেখেনি দেখেছি।
এখন কি সোজাসুজি কোনো কথা বলে, বলা চলে?
বিশেষত কবিমাত্র যখন শাসন করছে
আপাদমস্তক রাজধানী।

আমি চেষ্টা করি ক্রমাগত ওই নাগরিক ভঙ্গিতে বোঝাতে
আমি চেষ্টা করি ওই বিচিত্র কায়দায় গাইতে অস্পষ্ট জটিল
কিন্তু তুমি স্পষ্ট হয়ে ওঠ।
আর সেই ভুলে ওরা
দমকাহাসিতে ফেটে পড়ে;
আমি টাল সামলে পিছু হটে যাই।
শব্দহীন নিরাশ্রয়ে ফিরে যেতে যেতে চলে আসি
তোমার অত্যন্ত কাছে একা।
দেখি বিশ্বাস-প্রবণ শান্ত স্রোত
শরণাগতির আলো দীপ্যমান দৃষ্টির মমতা
অকপট অন্ধকার সহজ সরল মাটি ঘাস ধুলোবালি।

এক আলো

এখন তো কেউ নেই এখন তো কোনো স্মৃতি নেই
দুপুরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে উড়ে যায় ধুলো বালি
দু-একটি বিষণ্ণ পাখি ভেসে এসে বসে পড়ে যেই
আকাশ উপুড় করা অন্ধকার ঢেলে দেয় কালি ঃ

তখন সত্তাও নেই শুধু ছলচ্ছল শব্দ ওঠে
রক্তে ধমনীতে শুধু ছলচ্ছল দীর্ঘ চরাচর
নিকষ কালোর খুব গভীরে আশ্চর্য আলো ফোটে
অনির্বচনীয় এক আলো পড়ে ব্যথার ওপর।

তোমার বাড়ি

বাইশ বছর আগের মতন জ্যোৎস্না দ্যাখো ছড়িয়ে আছে
শিউলি ফুলের মতন হাওয়া এই ঘরে ঠিক জড়িয়ে আছে
কেবল কেমন বুড়ো হয়েছে পুকুরপাড়ের জীর্ণ জবা
স্ক্রু-ক্রোটনের গাছটি কোথায়? নেই কি তবে সেই যে ছিল।
কোনো বাড়ির আড়াল আমার মনে পড়েনা, রাস্তা থেকেই
দেখতে পেতাম ব্যাকুল মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে রেলিং-এ হাত
দেখতে পেতাম তাকিয়ে আছে আমার জন্যে সারাটা রাত

দু চোখ থেকে জ্যোৎস্না ব্যথায় ভিজিয়ে গেছে সমস্ত ছাত
দেখতে পেতাম এলেই কোথাও ফুটেছে ফুল নাম পারিজাত
তোমার মতন স্পষ্ট যে তার শাড়ির শব্দ চুড়ির শব্দ!
অথচ আজ দুজন মিলেই গেলাম। তব তোমার সঙ্গে
বাইশ বছর আগের ব্যাকুল সেই তো দেখায় ঝরছে পাতা
দেখায় জবা, দেখায় ক্রোটন, গাছটি ছিল, বাড়ির আড়াল।

বুলু

বোকা মেয়ে, বেদনায় বোবা হয়ে গেলি। তোর ব্যথা
পড়ার ঘরের মধ্যে জমে আছে লেগে আছে বইয়ের পাহাড়ে
লেগে আছে সারা মনে।
শৈশবের স্নানের মতন
যদি ধুয়ে দেওয়া যেত কোনো জলে।
তোকে একা একা
যে মানস সরোবরে যেতে হবে ক্ষত ধুয়ে নিতে
আমি তার অন্ধকার পথরেখা একদা কৈশোরে
দেখেছি মা।
আমার প্রার্থনা ছাড়া কিছু নেই শুশ্রূষার আজ
তোর গোপালের কাছে সজল প্রার্থনা ছাড়া কী
আছে আমার।
যার আছে সে কতটুকু তোকে বোঝে
আমি যে জানি না।
আমার স্নেহের নীল ঢেলে দিই আকাশে আকাশে
আমার শিরার স্বপ্ন ঢেলে দিই ঘাসে ঘাসে আজ
তৃণে ও তারায় তোর বেদনার সমুদ্র বিস্তার
বইয়ের পাহাড়তলে একা একা বসে
যায় ঝোড়ো এই রাত।

কি হল গো

গিরি সংকটের মতো দিশেহারা বইয়ের পাহাড়
মুখোচোখে ধুলোবালি আস্তিনে ঝুলের দাগ ঘাম
বাইরে বাগানে একটা পাখি ডাকছে খেয়াল করিনি।

রাকা বলল, বাবা, শোনো, 'কী হল গো' পাখি।
কী মিষ্টি কী মিষ্টি গলা,
'কী হল গো' শুধু
শুধিয়ে শুধিয়ে ডাকছে—সুরে ভাসছে আকুলতা; সে কি
সহসা এসেছে নেমে মর্ত্যে আজ মানুষের কাছে!
দুঃখে সে বিহ্বল! যেন ডানার পালকে মুছে নেবে
আমাদের ধুলোবালি কান্না ঘাম রক্ত ভয় আর
'কী হল গো কী হল গো' ডেকে ডেকে সারা হবে। তার
আর কেন দেখা নেই? আর কেন আসে না সে রাকা?
জীবনে একবার মাত্র সে শুধাবে 'কী হল গো' বলে!

দিনরাত

দিন গেছে অপমানে রাত্রি অভিমানে যদি কাটে
কাটুক বোলোনা কিছু, দেখ এই অন্ধকার মাঠে
তার কোনো শস্য নেই লতাগুল্ম নেই, আছে ভয়
ভীষণ শূন্যতা জুড়ে—; রাত্রি তার রক্তক্ষতময়।
তার চোখে ঘুম নেই, তার আর স্বপ্ন নেই কোনো?
ভালবাসা ছেড়ে দেবে ঘাসের মতন;—সে এখনো
গভীর বিশ্বাস করে, চেয়ে থাকে তারাদের দিকে
করুণ মিনতি মাখা চোখে দেখে মাস্তুলে পাখিকে
যে মাঝ সমুদ্রের আজ—; সে তো জানে মাটিকে কেবল
দীর্ঘ অপমান সয়ে অভিমানী রাত্রিই সম্বল
ক'রে সে রয়েছে জেগে—তার এই স্তব্ধ জাগরণ
তার এই হৃদয়ের রক্তস্ফীত শিরার ক্রন্দন
কোথায় যে তাকে নিয়ে যেতে চায় অনির্বচনীয়
অন্ধকারে, আলো তার ঠিকানা জানে না। তাকে দিও
ধর্মাধিক ভালবাসা। অপমানে গেছে তার দিন
তোমরা দেখেছ তাকে পথে পথে ভ্রূক্ষেপ বিহীন।

প্রারব্ধ

এই সেই গতিপথ, আমি ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে।
তাই ডানা মুড়ে শান্ত অবেলার রোদে বসে আছি।
আর ফিরে আসব না, কিছুতে না হে মাটি, আকাশ,
আমি দুঃখ ছাড়া আর কারো মুখ দেখিনি কখনো
আমি দুঃখ ছাড়া আর কোনো কথা লিখিনি কখনো
জানে নিঃস্ব ভাঙা গ্রাম মরা নদী কয়েকটি মানুষ
জানে উত্তেজিত শব্দ অনিবার্য ধর্মভয় আয়ু।

এই সেই গতিপথ, আমি ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে।
তাই এত কৃপা ঝরে রক্তে জলে মাংসের গরমে
তাই এত বধিরতা দৃষ্টিশক্তিহীনতা, সুন্দর,
শীর্ণ আঙুলের হাড়ে ফসকে যায় আপেক্ষিক জয়

জেনেছি যে কোনো শর্তে সমর্পণ ছাড়া রাস্তা নেই।

তাকিয়ে দেখছি

আমি যেই কোনোদিকে ঝুঁকে
তাকিয়ে দেখছি কোলাহল
দেখেছি কী অনায়াসে ভাঁড়
রাজা সেজে বসেছে, তখনি

তর্জনি আমার দিকে তুলে
দেখায় পাড়ার বুড়ো প্যাঁচা
চায়ের টেবিলে ফিঙে পাখি
আমাকে কাহিনী করে হাসে

আমি যেই কোনোদিকে ঝুঁকি
দেখেছি যে সন্ন্যাসীর ঝুলি
ছিঁড়ে ওরা দোলায় নিশান
অমনি মোড়ের এক ভাম

হেসে উঠে বলেছে, মশাই,
তলে তলে আপনিও এই!
এমনকী হাড়গিলে নদী
মুখ বেঁকে দেখছে আমাকে।

এইভাবে শুধু এই ভাবে
হাজার ভাঁড়ের মাঝখানে
আমি নিচু হয়ে কিছু কথা
ফেলে যাই বিষ মেখে রেখে

আর ভাঙাচোরা যে মানুষ
পাশে তাকে তার কানে কানে
বলি, শোনো, আমার কবিতা
ভীষণ বিষের হয়ে গেছে।

প্রাকৃত পদাবলী

সমস্ত বন্ধুরা গেছে চলে
মুছে গেছে গন্ধেশ্বরী নদী
কাঁসাই খেয়েছে তলে তলে
নতুনচটির ভিত অবধি

নটা থেকে ছটা রোজ ঝরে
তাজা চকখড়ির মতো আয়ু
ঝাঁটিপাহাড়ীর স্কুল ঘরে
ত্রাণহীন ব্যাকুল উদ্বাহু

গ্রাম্য স্কুল মাস্টারের কাছে
টিউশানি জোটে না ভাগ্যে, তাই
সন্ধেটুকু বহু কষ্টে বাঁচে
এক চিলতে ছাদেই কাটাই

আমি আর রেবা কথা বলি
অথবা বলি না, চুপচাপ
সমস্ত দিনের অন্তর্জলী
আকাশ গঙ্গায়—পুণ্যপাপ

মেঘ জমে মেঘ জমে মেঘ
ভেতরে আগুন মাখামাখি
কোথাও জলের বাড়ে বেগ
এক ঝাঁক কাতর জোনাকি

পদ্য লিখি যদি যায় মন
পৌরাণিক পৌত্তলিক ঢঙে
'যেন বাজছে রেডিও সিলোন'
গৌতম প্রায়ই বলে রঙে

মাচানতলায় এক হাঁটু
কাদা ভেঙে কিনতে যাই আলু
গরমে আইঢাই আটুপাটু
'দেখি দুটো এই দিকে চালু'

চা খাওয়াই দেবাশিসদাকে
দেখা হলে, অঙ্ক কবিতায়
কত মিল বোঝান আমাকে
গণিতজ্ঞ পণ্ডিতমশায়

গৌতম আমার বন্ধু, আর
অম্বরীশ মুখুজ্জে বেয়াই
জেল্লা তাই বেড়েছে আমার
এরকম সি.পি.এম. নাই

তাই ধান খায় বর্গাদার
আমার বেকার ভাই বোন
পাড়ার মাস্তান দেয় মার
ন্যুব্জদেহ কাঙালীচরণ

এবং ব্যাঙের ছাতাগুলি
চুলকায় না আমার পৃষ্ঠদেশ
কপচাতে পারি না কোনো বুলি
বোকামির কাটে না আবেশ

ষোলআনা বাঁকড়ি, কোনোদিন
ছুটি না কলকাতা, বড় ভয়
বড় রুগ্ন দেহ প্রাণ ক্ষীণ
আমাকেও ঈর্ষা করতে হয়।

লড়াকু কবির তীর, তুমি
ভুল করে এসো না এদিকে
কাড়ো জয় গোস্বামীর ভূমি
তোমার কব্জির জোরে লিখে

শুক্লা যে আমাকে বলে কবি
তপন আমাকে বলে গুরু
বন্ধুত্বে গৌতম বলে, রবি
'চিন্তাভাবনা' করা যাক শুরু

জীবনের সব অপমান
তাড়িয়ে তোমার কাছে আনে
যেখানে সমস্ত অবসান
সব শান্তি আমার যেখানে

যেখানে সমস্ত ছন্দ বাজে
যেখানে আশ্চর্য অন্তমিল
প্রতিটি শব্দের ভাঁজে ভাঁজে
আনন্দের নিবিড় নিখিল

ফ্যানজোলেঙ্গা

আমাদের আর কি আছে শুধু এই হাত পা ছাড়া?
শূন্যে পাকাই মুঠো হেঁটে যাই কাঁকড়াদাড়া
চিরকাল আমরা খুশি হেঁটে যাই ব্রিগেড, ফিরি
কেউ কেউ কলকাতাতে হয়ে যাই জাতভিখিরী
সারাদিন হল্লা করি হাওয়া বয় এদিক ওদিক
সন্ধ্যায় আড়াল করে চেলো খাই একটু অধিক
আমাদের সাধ্যাতীত তবু যেই ফ্যানজোলেঙ্গা
শুনি, সেই মেলাই, বলি, হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা
গরিবি হটায় যারা আমাদের হাত পা নিয়ে
যারা দেয় বেকার ভাতা, আমাদের চামড়া দিয়ে
যে বাজায় ডুগডুগি ভাই চলো যাই জানাই সেলাম
মহারাজ, বাংলা থেকে আমরা খুঁজতে এলাম
আমাদের বাপ মা, হুজর, আমাদের কোথায় মাথা!
শুধু এই হাত পা আছে, আছে ধড় নোংরা কাঁথা
কয়েকটি বুক ফাটা ইট ভিটেতে বর্গাজমি
নদীতে বালির চিতা পিরামিড পিতার মমি
শাদা হাড় পাঁজর তলে কোটরে জ্বলছে আগুন
কঙ্কাল হাতের চুড়ি বাজাচ্ছে পান্তা ও নুন

সে রোমান্স মুচড়ে আকাশ বলে, ভাই ও কৃষ্ণদাস
কৃষ্ণেন্দ্রিয় এ প্রীতি তবু হায় খায় বারোমাস
পোড়া শব দুর্জনেরা, চাহিদা যোগান রেখা
খিদে ও খাদ্যে টানে আমাদের হয় না শেখা
আমাদের মুণ্ডুবিহীন হাতে হাতে এই করোটি
যেন ঠিক অ্যালুমিনিয়ম বাটিতে অন্ন কটি
জানি না কাদের হাতে রঘুপতি রয়েছে রাম
জানি না কোথায় রুটি, গুরুভুক, এক্ষুণি থাম
নইলে—; নইলে কী আর? আমরা কবন্ধ যে
এক হাতে কাটবে মাথা চলেছি পদব্রজে
মহারাজ, তোমার কী ভয় যখন আমরা আছি
হয়তো কাঁকড়াদাড়ায় নয়তো কাঁকুড়গাছি
না জানি ছন্দ তবু শুনি যেই ফ্যানজোলেঙ্গা
কণ্ঠে মিলাই, লিখি, হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা।

পৃথিবীকে

পৃথিবী, আমি এনেছি দ্যাখো আগুন বুকে চেপে
আমাকে দাও তৃষ্ণাহরা ব্যাকুল মেঘমালা
যেখানে একে লুকিয়ে রেখে জন্মকে মৃত্যুকে
বোঝাব আমি অশেষ কেউ আমাকে পারবে না।

পৃথিবী, আমি দেখেছি সেই নিহিত স্বপ্নকে
আমাকে দাও শস্যসুধা সজল শ্যামলিমা
তারায় তৃণে ছড়িয়ে দেব অমর্ত্য প্রেম, তুমি
ধুলোকে নাও আঁচলে করো মায়াবী নীল সোনা।।

এখন জেনেছি

এখন কোথাও নেই কোথাও সেই দিনান্ত
যখন আকাশ নেমে এসেছে তার মাটিতে
এবং মাটির দুটি ওষ্ঠে ফুটে উঠেছে
কবিতা যার শিরায় নীল স্ফুলিঙ্গ
বেদনা যার রক্তে লেশ অনন্তের।

এখন চলেছি খুব অলস আর একান্ত
লুটোয় ঢেউয়েরা সব ফেনায় ফেনায় আসৈকত
ঝাউয়ের ডানায় কাঁপে স্মৃতির মতো নিরঙ্কুশ
কবিতা যার দুপায়ে লাল অলক্তক
কবিতা যার দুচোখে নীল অবিশ্বাস
আমাকে? কই কিছুই তাকে বলিনি!
বলেছি? চোখ পারিনি হায় ফেরাতে।
আমার কেটেছে দিন কেটেছে সব যামিনী
আশাতে সেই স্বপ্নাতীত আশাতে।
এখন জেনেছি সব জেনেছি তার ছলনা
তাই চলেছি খুব নিচু মাথায় এ পথে
কোথায় জানি না আজ জানি না আজ জানি না
এখন কোথাও নেই কোথাও সেই দিনান্ত
যখন চুমোয় চুমোয় তারারা নীল আকাশে
বেজেছে ঠিক যেভাবে রোজ বেজেছি
নীরবে সেই স্বপ্নাতীত বসন্তে—।
এখন জেনেছি সব জেনেছি তোর ছলনা।।

অমিয় চক্রবর্তী

কাল শান্তিনিকেতন থেকে আমার বন্ধু এসেছিল।
আপনার কথা উঠল, বললাম, দেখতে ইচ্ছে করছে খুব
তুমি গিয়েই ব্যবস্থা করো, উনি অসুস্থ—
কাল শান্তিনিকেতন মানে রাঙ্কা
রাঙ্কা মানে আপনি
আর সেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী বুদ্ধদেব বসু
গৌরীপুর হাজারিবাগ থেকে অক্সফোর্ড রাষ্ট্রসংঘ
এশিয়া আমেরিকা আফ্রিকা
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো।

বন্ধু ফিরে গিয়েছে। আজ আর কোনো কথা নেই।
আজ নীরবতা ছেয়ে রয়েছে আমার হৃদয়
উড়ে যাবার আগে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে নির্বন্ধের মতো পাখি

পড়ে রয়েছে আপনার কাছে যাবার উদাসীন পথ
সুষুপ্ত মেঘ রাত্রির বৃষ্টি বাড়ির জটিল বোবা রেখা
আমি কী বলব?
আমি কী করব?
সামিয়ানাটা টাঙাব, আলো জ্বালব প্রখর, চিঠি ছাপব প্রচুর?
সভাপতিত্ব, কবিসভা?
অমিয় চক্রবর্তী সংখ্যা কোনো কাগজ টাগজ?
আপনি জানেন, ওসবে আমার আজন্ম অরুচির কথা।
তাহলে কী করব আমি আজ?

সেই সকাল থেকে বসে আছি শান্ত-ব্যথিত
মেঘ করে থাকা আকাশে রোদনের মৌন উচ্ছ্বাস
ছোট্ট পিঁপড়ে কাকে যেন ব্যস্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে
বলে নাম বলে নাম অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলাধারে

আর একবার আমি কবিতার কাছাকাছি একা হয়ে গেলাম।।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে

দাঁড়িয়েছে ধুলোবালি মাখা কথাগুলি
পায়ের ওপর, স্থির ছবি হেঁটে যায়
চোখ ফুটে গেছে ছায়ার কুমোরটুলির
কবি বলে লোকে ঃ কবিতায় কবিতায়

ফিরিয়ে রেখেছ ওমুখ ঘৃণার দিকে
মার্জনা করো অবিমৃষ্যতা, কবি,
আমরা জানি না কারা কোন দল কী কে
আগুনের সাঁকো ঃ বাকি মিছে সব, সবই।

সত্যজিৎ রায়

আমরা গ্রামের মানুষ, সত্যজিৎ রায়
আপনাকে মাণিকদা বলার মতো লোক নই আমরা
আপনাকে নিয়ে কিছু লেখা কি বলা আমাদের মানায় না

কিন্তু এ তো জ্ঞানের জানা নয়—হৃদয়ের
তাই এই মূর্খ উচ্ছ্বাস তাই এই অসহিষ্ণু আবেগ
তারই অধিকারে মাথা তুলে আপনার মুখের দিকে তাকাই
উঃ কী দীর্ঘ কী দীর্ঘ আপনি
আপনার মুখের চারপাশে কী রহস্যময় নীল কত রহস্যময় তারা
পায়ের তলে মাটির পৃথিবী
অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ছুঁয়ে যায় আমাদের পাপ
পরাজয়ের গ্লানি অবক্ষয়ের অনুতাপ
আগ্নেয় স্পর্শে পুড়ে যায় আমাদের সংস্কার
ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ অবিমৃষ্যকারিতা ভয়
এক আশ্চর্য আলোয় রহস্যময় হয়ে ওঠে
আমাদের বেদনাকাতর জীবনের
অচরিতার্থতা

সমস্ত কোলাহলের আবরণ ভেদ করে
নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বাজতে থাকে আপনার
নিঃশব্দ সংগীত
বিভূতিভূষণ আমাদের অপুর গল্প বলেছিলেন
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন চারুলতার কাহিনী
তারাশঙ্কর শুনিয়েছিলেন জলসাঘরের কথা
পরেশ দত্তকে দেখিয়েছিলেন রাজশেখর বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র নরেন্দ্রনাথ শঙ্কর সুনীল সত্যজিতের গল্প
আমাদের মুগ্ধ করেছে
কিন্তু এ আপনি আমাদের কী দেখালেন।
ছবি এত জীবন্ত হয়! ছবিতে এত রক্তমাংস থাকে!
ছবি এত সুন্দর নৈঃশব্দের কবিতা হতে পারে!
ছবি এত তীক্ষ্ণ হতে পারে! এত ধারালো! এত জৈবিক!
এত প্রতিক্রিয়াবাহী! সত্য জীবনের এত সমান্তরাল!
ছবি কি এমন স্পর্শকাতর হয়! এমন সংবেদনশীল!
ভালোবাসাময়!
ছবির কবিতায় এমনভাবে কথা বলতে পারে আমার
অপসৃয়মান সনাতন ভারতবর্ষ!
ছবির কবিতায় এমনভাবে বেজে উঠতে পারে আমার
ভারতীয় ধ্রুপদ রাগ রাগিনী!

মাটি ও মানুষের রক্ত চলাচলে ছবির শিরা উপশিরা
এত চিত্রাতীত হতে পারে!
বিস্ময়ের পর বিস্ময় আঘাতের পর আঘাত
পরতের পর পরত খুলে দেয় আমাদর ঘুমন্ত সত্তা
আমাদের স্বপ্নলোকের চাবি নতুন ডানার শিকড়।
আমাদের এত চেনা, তবু ইন্দিরের মৃত্যুর ছবি ঘুম কেড়ে নেয়
আমাদের এত আপনার, তবু দুর্গার চুরি করা পুঁতির মালা
অপু পানাপুকুরে ছুঁড়ে ফেললে
আমাদের মনের কী যেন আবরণ সরে যায়
আপনার হাত ধরে জলসাঘরে গিয়ে
বিশ্বম্ভরবাবুর বেদনায় স্তব্ধবাক হয়ে পড়ি
বুকের বেহালায় টোরি রাগের মোচড়ে এত কষ্ট হতে থাকে!
ম্যালে হঠাৎ ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর স্ত্রী লাবণ্যর গান—
এ পরবাসে .....
কাঞ্চনজঙ্ঘার সুদূরতায় মিশে যায়
অপরাজিতার অপু চারুলতা দয়াময়ী মৃণ্ময়ী যেন
স্বরলিপির মতো বাজতে থাকে
কিছুতেই ভুলতে পারি না
চারু ভূপতির অনন্ত-নিথর দুটি হাত
বিশ্বাস করা কঠিন পরেশ দত্ত একজন সামান্য কেরানি
আশ্চর্য লাগে ইবসেনের ডাঃ স্টকমান গণশত্রুতে কী করে
বলে ওঠেন—
আমি একা নই মায়া আমি একা নই
পথের পাঁচালীর টাইটেল মিউজিকের বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে
পৃথিবীর সমস্ত গ্রামে গ্রামে
সংশয়-বিক্ষত ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের ছন্দোপতন বেজে ওঠে
পৃথিবীর সমস্ত শহরে শহরে
আর আমাদের বিপন্ন অস্তিত্বের সম্মুখে
এই দুই বিশ্ব-প্রান্ত যেন মেলে ধরে এক কল্পলোকের
সম্মোহন ঃ
গুপি গায়েন বাঘা বায়েন

আমরা গ্রামের মানুষ
আপনাকে মাণিকদা বলে ডেকে উঠতে বড় সঙ্কোচ হয়

পদ্মশ্রী আর পদ্মভূষণ দেশিকোত্তম আর ভারতরত্ন
লিজিয়ন অব অনার আর অস্কার আর
ডি. লিট, আর ডি. লিট, আর ডি. লিটের পাহার ডিঙিয়ে
কোনোদিন ধুলো পায়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলতে
পারব না
আপনাকে একবার দেখতে এলাম, সত্যজিৎ রায়।

তামস কবিতা

ঈশ্বরের মতো স্মৃতি বিশ্বাসঘাতক হ'লে আমি বাঁচব না
আমার সত্তাকে আমি ধরে রাখতে পারব না এ রকম হ'লে
নিভে যাবে যে আগুন সহস্র শ্রাবণে জ্বলছে ধিকি ধিকি তাও
ফুরোবে সমস্ত গল্প; গল্প কই? কাহিনী কোথায়? কবিতায়
অগ্নিসম্ভবের কাব্যে বিষণ্ণ শূন্যতা শুভ্র কুয়াশায় আকুল বিহ্বল
বিমূর্ত ছবির মতো প্রেমের কষ্টের মতো ঈশ্বরের করুণার মতো
জন্মের মৃত্যুর মতো জন্মের মত্যুর মাঝে অস্পষ্ট এ জীবনের মতো
তাই এই জেগে থাকা সহ্যাতীত আগ্নেয় অসুখ জ্বর তাপ
তাও ওষ্ঠে শুষে নেওয়া মোহবীজ লবণ সমুদ্র পিপাসার
এত ঝড় এত বৃষ্টি এত মেঘ এমন হাওয়ার হাহাকার
আদিম চোখের জ্যোৎস্না নখের প্রহার বিষ দন্তবিলেখন
এ সবই আগুনে তৈরী এ সমস্ত আগুনের দিকে ধাবমান
এ ভাবেই ক্রমাগত এ ভাবেই ক্রমাগত সভ্যতার দাহ অবসান
ফেরাতে পারিনি চোখ ফেরাতে পারিনি মন সত্তা জরোজরো
আঘাতে ছিল না সাড় মনে কোনো অপমানবোধই ছিল না
শুধুই বোঝার ভুল শুধুই চোখের ভুল সব কষ্টকল্পিত আমার?
স্মৃতি তবু হন্তারক হয় না, সে নেশাগ্রস্ত করে রাখে রোজ
একটি অনিঃশেষ নীল চাঁদ ওঠে দিগন্ত ছাপিয়ে নদী তীরে
শালের জঙ্গলে ঘন ছায়া সরে মহুয়ার গন্ধে মদিরতা
মন্থর হাওয়ায় রাত আকাশ উপুড় করা নক্ষত্রের রাত
আঁখিপল্লবের ভারে অবনত দু-চোখের ঘনীভূত রাত
এখনো আহ্বান করে জর্জর বিহ্বল করে স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করে
চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত দিশেহারা মায়াবী ব্যাকুল কোনো মাঠ
সমুদ্রের মতো তার বিশ্বগ্রাসী ঢেউ তোলে রক্তপ্রান্তরের পিপাসায়?

সর্বপায়ী হৃদয়ের শিরার শিকড়ে শুধু শুষে নিতে থাকে এইসব
এইসব উঠে আসে স্মৃতি থেকে জারিত নিবিড় শব্দস্পর্শময় আসে
সত্তার চারপাশে মুগ্ধ চেয়ে থাকে ব্যবহৃত হবে বলে ঝুঁকে থাকে সব
ঝরে যায় গলে পড়ে সমর্পণে শরণাগতিতে শুশ্রূষায়
জন্ম নেয় দেবশিশু, কবিতা, সত্তার অংশ, পরিদৃশ্যমান
আত্মার আকুল আর্ত স্পর্শাতীত পরিধির বিপুল বিস্তার
অনিবার্য ও অমোঘ সংক্রমণ আগ্নেয় আবেগ আকর্ষণ—
তবু কি সহজে কেউ এই অগ্নিবলয়ের কাছাকাছি আসে
ফলে দেবশিশুগুলি মাতৃহীন স্নেহহীন পথে পথে বুভুক্ষুর মতো
ঝড়ের পাতার মতো পথের ধুলোর মতো নক্ষত্রের সংগীতের মতো
নৈঃশব্দের কান্না হয়ে বেজে ওঠে কোনোদিন সহসা হৃদয়ে কারো, তাকে
দেখতে খুব ইচ্ছে করে, ভালোবাসতে, পৃথিবীতে সে বন্ধু কবির
সে কবিকে চিনে নেয় সে কবিকে অনুভবে শুষে নেয়, মনে মনে তাকে
একটি আগ্নেয় স্রোতে হাতে ধরে নিয়ে যায় কেন্দ্রীভূত সৃষ্টির নির্জনে
যেখানে কবির সঙ্গে কবির বন্ধুর আত্মপরিচয় ঘটে, ওরা দ্যাখে
জলের দেওয়াল ছিল মাঝখানে ভৌগোলিক ব্যবধান ছিল
সেই দুঃখ দুজনের হৃদয় প্লাবিত ক'রে ভাসায় এ মাটির পৃথিবী
পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট অপ্রেমের অসুখ ধমনীতন্তু শিরা
মেঘলোকে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা লেখে ঃ কবি, বন্ধুকে ভুলো না
জ্যোতিষ্কলোকের নীলে বন্ধু লেখে ঃ কবি, তুমি আমাকেই উন্মোচন করো
কবির সমস্ত শব্দ শ্রাবণরাত্রির বন্ধু দু-হাতে অঞ্জলি তুলে অনুনয় করে
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে তুমি এসো অন্ধকারে শ্রাবণের সজল বাতাসে—
এই প্রার্থনার ভাষা শিখিয়েছে মাটি ঘাস লতাতন্তু ছোট ভীরু পাখি
বলেছে নদীর জল হেমন্তের ধানখেত দীর্ঘ ঋজুরেখ সেই দাহ
কলঙ্কখচিত দিন রক্তক্ষতব্রতরাত্রি ধুলোবালি পাতাছেঁড়া পথ
দীর্ঘ বেকারত্বময় দুপুরের দুরূহতা থেকে জেগে ওঠা সব কবিতার শ্লোক
বলে গেছে ঘুম থেকে তুলে তুলে জানালায় ভাসমান সমস্ত শিকড়
যা জেনেছ তাই সব ঠিক নয় আপ্তবাক্যগুলি জীর্ণতর
যা দেখেছ তাই ঠিক সত্য নয় নীলিমার বিভ্রমের মতো
যা শুনেছ অর্থহীন হৃদয়ের ভাষা আজও শব্দের অতীত
তাহলে আমার আর দাঁড়াবার জায়গা কই রক্তজবা, আগুনের ফুল?
তাহলে ঈশ্বর ছাড়া এই ভার নেবার কি কেউ ছিল? তুমি বলো, ছিল?
তবুও অসমযুদ্ধ অভিশাপ বৈরিতা ও দ্রোহহীন আমার নির্বাণ

নিয়তি তাড়িত শিশু অন্ধকারে নক্ষত্রের আলো ধরে ধরে
কত দূরে যেতে পারে? ক্ষয়ে গেছে গেরু জামা ছিঁড়ে গেছে আতুর হৃদয়
উদাসীন পৃথিবীর নির্বিকার পৃথিবীর ধাবমান জয় পরাজয়
পায়ে তার পিষ্ট হয়ে শিবিরে শিবিরে শুধু কোলাহল জাগে
অনুশাসনের তীব্র ধাতব আঙুল থেকে গলে পড়ে সভ্যতার ক্রোধ
আত্মার প্রোথিত মূল প্রতিভাস তীর্থপীড়িতের ত্রাসে কাঁপে
বলে, কোনদিকে যাব, বলো বন্ধু, ভালবাসা ছাড়া কোনদিকে
বাঁচা যায়? নতজানু, পৌরুষ, সর্বস্ব নাও, শুধু ভালবাসো
আমাকে উদ্ধার করো আমাকে নির্ভার করো আমাকে আগুনে
আগুনের নীল স্রোতে নিয়ে চলো মৃত্যু থেকে ক্রমমৃত্যু থেকে এইবার
দেখো সব শ্রম স্বেদ দ্রোহবীজ ফলবান ওষধিতে বনস্পতিতে
দেখো উষ্ণ ঘাসে ঘাসে সমাচ্ছন্ন এ মাটির ক্রোধ বন্ধুরতা
কেমন দ্রবণশীল দ্যুতিমান দিব্যদেহ বিভান্বিত নারী
দেখো করুণার শান্ত শর্তহীন সমর্পণ বিন্দু বিন্দু সুধা সৌরতাপ
দ্রাক্ষাকুঞ্জ মেষপাল মন্থর উটের শ্রেণী রেশমী উষ্ণীষ উত্তরীয়
হিমরাত বাতিদান অলৌকিক তাঁবু আর অলঙ্কৃত তরবারি
আদিম মহিমা নিয়ে চাপা রাগে যে প্রেমিক উঠে আসে একা
মহান পিপাসা নিয়ে প্রায় উন্মাদ যে প্রেমিক উঠে আসে একা
রাজটীকা মুছে ফেলে যে প্রেমিক উঠে আসে একা তার চোখের ভিতরে
শব্দের অতীত কোনো অর্থবহ ভাষা ছিল, আজ আর পৃথিবীতে নেই,
যা দিয়ে সে ছুঁতে চেয়ে, নিরন্তর তৃষাতুর মরুপুরুষের মতো ঘোরে,
ছুঁতে চেয়ে তোমাকেই তোমার মৃত্তিকালগ্ন হৃদয়ের অচরিতার্থতা
তাই তার মেঘলোক অভিব্যঞ্জমান দেহ অসিচর্মহীন বর্মহীন
স্মৃতি ভারাতুর স্বপ্ন ভারাতুর ত্রাণহীন ভ্রাম্যমান সত্তা ধুলোমাখা
ঔদাসীন্য অনির্জিত-বিশ্বাস-ব্যাকুল পথ বন্ধুর ও আনুগত্যহীন
রক্ত প্রান্তরের দেশে উদাসী বাউল তার হৃদয় পেতেছে পথে পথে
দু-হাতে স্থাপন করে শোকস্তম্ভ বিশ্বস্ত পাথরে শিলালিপি
পরাজিত পৌরুষের অগ্নিবীজ প্রস্তরিত অশ্বের নিঃশ্বাস
বৃষ্টির করুণা ঢালে আশ্চর্য দ্রাঘিমা রেখা দীর্ঘ মালভূমি
যেন লুপ্ত করে দেবে প্রাচীন প্রাসাদশীর্ষে জলবিন্দু মেঘমালা তার
পর্যাকুল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে বাধা দেবে বিহ্বল বাতাস
শাদা পাথরের জঙ্ঘা জানু স্তনে লতাগুল্ম মুখে জ্যোৎস্না তার
জলজ বিষাদে ঢাকে জয় পরাজয় সব শিবিরে শিবিরে শান্ত রাত

ত্রাসহীন, নেমে আসে দৃশমান ধৃষ্য পৃথিবীতে দেবদূত
শিশিরের মতো বিন্দু বিন্দু তার অশ্রু রেখে চলে যায় একা
ভূস্পর্শ মুদ্রায় নামে কুয়াশার ঢল ঢাকে চরাচর পৃথিবীর ভুল
পৃথিবীর ভয় তাপ অবিমৃষ্যকারিতা অন্যায় চন্দ্রাতপে
কবির হৃদয় শিরা ছিঁড়ে নেওয়া ভালবাসা তার শান্তি দ্রবীভূত দেহ
ধাতব পৃথিবী জুড়ে সর্বপায়ী শিকড়ের নির্বিকার মরুতৃষা ডাকে
ঢাকে ভস্ম বর্শা ছেঁড়া পালক রক্তের দাগ পাথরের স্বেদবিন্দু আর
বিকীর্ণ চুম্বনসিক্ত প্রগাঢ় অনপনেয় অনিঃশেষ দ্যুতিময় আত্মার মতন
কুয়াশা সমস্ত ডাকে, পারে না অদাহ্য স্মৃতি কেড়ে নিতে কখনো আগুন
যেগুলি সত্তার মতো শিল্পের জারিত রক্তে জলে ভাসে আজও জীবনের মর্মমূলে—
আদিহীন অন্তহীন জীবনের রক্তমাংসে হাড়ে
শক্তিমান সন্ন্যাসীর নিবিড় আশ্লেষে আজও পাঠোদ্বাররত বসে থাকি
শরণাগতির মৌল বিশ্লেষণে কবিতার চিত্রকল্প থেকে তুলে আনি মহারস
কুশলী বন্ধুর হাতে চেয়ে দেখি চণ্ডবেগে কবিতার আশ্চর্য যৌবন
উপসৃপ্তকের ভাষা শিখে নিই মন্থনের অবমর্দনের শব্দাবলি
সম্পুট ও পীড়িতক পানিঘাত নখক্ষত শীৎকৃত ছলনা থেকে উঠে
কবিতার মায়াজাল অক্ষরের গভীর আশ্লেষস্পৃষ্ট হৃদয়ের ভাষা
ঢেউয়ের উন্মাদ শীর্ষে উঠে যাই ভেঙে পড়ি চূর্ণ চূর্ণ হয়ে
সমস্ত সৈকতময় মেঘে মেঘে বাষ্প হই বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে পড়ি
যে কোনো দুঃখীর তপ্ত করতলে তৃষিত হৃদয়ে ঝরি শুশ্রূষার মতো
যে কোনো পাপীর তীব্রতম রাতে ঝরে পড়ি হৃদয়ে গোপনতম কোণে
যে কোনো ঋষির ধ্যানে ঝরে পড়ি চিত্ততলে করুণাধারায়
যে কোনো নিমজ্জমান আত্মাকে উদ্ধার করি ঝরে পড়ে তার দুটি হাতে
এভাবে দ্রবণশীল প্রবাহতরল জলে ভাষাই তোমাকে প্রিয়তমা
ভাসাই তোমাকে নম্র রুচিশীল প্রতিভা-কুণ্ঠিত-হাতে রাতে
তোমার সুখের জন্যে এই কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি দ্বিধাহীন এমন দহন
এমন দৃষ্টান্তহীন ভালোবাসা পৃথিবীর পুরাণে কোথাও দ্যাখো নেই
না ভূত না ভবিষ্যতে ঃ আমার নির্জন নাম তাই শীর্ষে তাঁর
তাই গান গায় ওই পৃথিবীর তাপিত কুটিরগুলি দ্যাখো
কেঁদে ফেরে হাহাকারে চেয়ে দ্যাখো অন্ধকার মৃত্যুর সংবেদ
আর আমি হেসে উঠি ফুলে ফলে শস্যে জলে বসুন্ধরা তোর
ধুলোর আঁচলে তীব্র জ্বলে উঠি হায় দুঃখী আমার স্বদেশ
হায় পরিণামহীন নিয়তিতাড়িত দুঃখী জন্মভূমি বিহ্বল জননী

আর কোনো স্বপ্ন নেই আর কোনো কাম্য নেই জন্মসহচর কিছু নেই
শুধু এই প্রেম ছাড়া শুধু এই প্রেম ছাড়া শুধু মাত্র এই প্রেম ছাড়া
আমার জন্মও নেই মৃত্যু নেই মুক্তি নেই বন্ধনও যে নেই
আমার গ্রহণ নেই বর্জনও না নিরাসক্তি আসক্তি কিছুই
মন্ত্র নেই তীর্থ নেই গার্হস্থ্য সন্ন্যাস নেই ধর্মাধর্ম নেই
বিরহমিলনহীন সংশয়বিশ্বাসহীন শান্তি ও অশান্তিহীন একা
রূপে ও অরূপে নিত্যে লীলায় চঞ্চল আমি পূর্ণ আমি শূন্য আছি নেই
কালের অতীত থেকে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ অত্যন্ত নিকটে বহু দূরে
শব্দে ও নৈঃশব্দ্যে বিশ্বসবিতার ভর্গে তেজে ভূর্ভূবঃস্ব লোকে
ক্রন্দসী আকাশে অন্তরীক্ষে আর মানুষের গূঢ় প্রার্থনায়—
এ ছাড়া সমস্ত ভাষা মিথ্যে সব শ্লোক মিথ্যে অর্থহীন আমার কবিতা
অর্থহীন এ জীবন অর্থহীন অস্তিত্বের আশা আর নিরাশার গান
অন্তর্গত জাগরণ মৃত্যুঘুম নির্বোধ আঘাত দ্রোহহীন
গোপন বৈভব শান্তি গৈরিক বিভ্রম নীল নির্বিকার ঈশ্বরের ভুল
আমিও তোমার মতো, তথাগত, কতদিন দেখিনি যে গন্ধেশ্বরী জলে
আলয় বিজ্ঞান; অন্ধ; কাঁসাইয়ের স্রোত থেকে তুলিনি ব্যাকুল
বিচূর্ণ শূন্যতা; শুধু পাগলের মতো তার পাথরের মোহে
ফিরেছি বিহ্বল লুব্ধ ভ্রাম্যমান বিপন্ন বিভ্রমে ক্রোধে একা—
শূন্য থেকে মহাশূন্যে হৃদয়তাড়িত শুধু হৃদয়তাড়িত পরাজিত
প্রতিশোধপরায়ণ অভিশাপপরায়ণ ঘৃণাপরায়ণ সত্তা বুকে চেপে ধরে
নিরাসক্ত নীলিমায়; দয়াহীন ত্রাণহীন অচরিতার্থতাদগ্ধ, তবু
নিরুপায় হাতে প্রভু; সমর্পণ-সম্ভার দিয়েছি, তুমি জানো
হে মহান উদ্ধার আমার, তুমি সব জানো দেখেছ সকলই
নির্মম উদাস স্থির, দুর্বোধ্য উত্থানে কত জ্বালা ছিল বিষ
জাগরণে কত তীব্র অন্ধতা লুকিয়েছিল নক্ষত্রলোকের মৌনতায়
শরণাগতিতে কত নির্ভর নির্বেদ ছিল মৃত্যুর গরিমা ঝুঁকে ছিল
প্রজ্ঞার কোমল অগ্নি অনির্বাণ জ্বলেছিল স্পর্শাতীত অন্ধ নাভিমূলে
এ কোন তামস যাত্রা? হে মৃত্যুবাহিত জন্ম, হে সুন্দর নির্বাসন, এই
অবসানহীন মৃত্যু শব্দহীন ভাষায় কী লেখে রোজ অন্ধকার হলে?
আমরা পারি না পড়তে শতাব্দীর উলঙ্গ নির্বোধ কোলাহলে।